নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয়। সাধারণত জিডিপি বৃদ্ধির বার্ষিক হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দ্বারাও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করা যায়।

শিখনফল

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক
- উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য
- বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহের তালিকা
- বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব
- জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব
- বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রকৃতি, কারণ এবং প্রতিকারের উপায়
- বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রকৃতি এবং এর নিরসনের উপায়
- মানবসম্পদের ধারণা
- জনসংখ্যা কীভাবে দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

- **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি :** একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয়। সাধারণত জিডিপি বৃদ্ধির বার্ষিক হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দ্বারাও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়।
- **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে এমন একটি চলমান গতিধারাকে বোঝায় যা কতগুলো শক্তির সংযোগ, যার ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। শক্তিসমূহ হচ্ছে, উৎপাদন, জাতীয় আয়, ভোগ, বিনিয়োগ, নিয়োগ, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি প্রভৃতি।
- **উন্নত দেশ :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে উন্নত দেশ বলে। এসব দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত।
- **অনুন্নত দেশ :** অধ্যাপক র‍্যাগনার নার্কস বলেন, অনুন্নত দেশ হচ্ছে সেসব দেশ যেগুলোতে জনসংযোগ ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় মূলধন বা পুঁজি কম। এসব দেশে জনসাধারণ নিম্নমানের জীবনযাপন করে।
- **উন্নয়নশীল দেশ :** যেসব দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম কিন্তু উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় বর্ধনশীল এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমেই বাড়ছে।
- **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ :** বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। যথা : ১. কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা; ২. অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা; ৩. মূলধনের অভাব; ৪. উদ্যোক্তার অভাব; ৫. অধিক জনসংখ্যা; ৬. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র; ৭. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা; ৮. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা; ৯. বাজার দুর্বলতা; ১০. প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা।
- **বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম :** বেসরকারি সংস্থাসমূহ মূলত বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এদের কার্যক্রম আরও ব্যাপ্তি ও গতি লাভ করে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন ব্যাংক এবং সংশিরষ্ট এনজিও কাজ করছে। বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান এনজিও হচ্ছে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, শক্তি ফাউন্ডেশন, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস, কারিতাস, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস ও বাংলাদেশ ব্যুরো।
- **দারিদ্র্য ধারণা :** দারিদ্র্যের সংজ্ঞা এক কথায় বলা কঠিন। তবে কতিপয় শর্তসাপেৰে দারিদ্র্যের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে দেশের জনগণ পরিবর্তিত পার্শ্বপরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সৰম নয়, প্রতিকূল প্রকৃতি যেমন– বন্যা, খরা, সম্পদের অপ্রতুলতা এবং সম্পদের অসম বণ্টন ও অসম উপার্জনের সুযোগ–সুবিধা রাখে, এ অবস্থাকে দারিদ্র্য বলে। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। বাংলাদেশে সরকার দারিদ্র্য নিরসনের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।
- **বেকারত্ব :** কাজ করতে সৰম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না– এ অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে। বাংলাদেশে বেকারত্বের সমস্যা প্রকট। এছাড়া দেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য কাজ কম থাকা মৌসুমি বেকারত্ব, প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ও সাময়িক বেকারত্বও দেখা যায়। এদেশে বেকার সমস্যা সমাধান করতে কৃষি ও অকৃষিৰেত্রে উন্নয়ন প্রয়োজন। কৃষিৰেত্রে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, বহু ফসলি চাষাবাদ এবং কৃষিভিত্তিক নানা কাজকর্ম যেমন : গবাদি পশু পালন, বনসৃজন, হাঁস–মুরগি পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি ৰেত্রে নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। অকৃষিৰেত্রে গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ, গ্রামীণ গৃহনির্মাণ, পুকুর সংস্কার, খাল সংস্কার, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, ছোট–খাটো ব্যবসায়–বাণিজ্য প্রভৃতি কাজের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।
- **মানবসম্পদ :** জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিৰা ও দৰতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে। অর্থাৎ কোনো দেশের ভূমি ও মূলধনকে বস্তুগত সম্পদ এবং শিৰায় দৰ ও কর্মৰম শ্রমশক্তিকে মানবসম্পদ বলে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদের গুরবত্ব খুব বেশি। উন্নয়ন ও প্রযুক্তির প্রতিটি ৰেত্রে প্রয়োজন মানবসম্পদের। দৰ ও প্রশিৰিত মানবসম্পদের মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। কাজেই উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশের জন্য উন্নয়নের প্রতিটি ৰেত্রে মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরবত্ব রয়েছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দৰ মানবশক্তির যোগান থাকা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তুগত সম্পদ ও মানবসম্পদ এ দুটি–ই জরবরি। উপযুক্ত শিৰা, প্রশিৰণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের

কর্মৰমতা ও দৰতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। দৰ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরবত্বপূর্ণ উপাদান।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **উন্নয়ন কী?**
ক প্রবৃদ্ধির একটি অংশ
খ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
গ জাতীয় আয় বৃদ্ধি
● প্রবৃদ্ধির সাথে অন্যান্য বিষয়ের সুফল

২. **কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতার ফলে–**
i. কৃষক উৎপাদনে অনীহা প্রকাশ করে
ii. প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়
iii. জীবন নির্বাহী ক্ষুদ্র খামারের প্রসার ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓚ i ও ii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
করিম একটি ভাড়া করা স্কুটার চালান। তিনি এর মাধ্যমে যা আয় করেন তাতে তাঁর সংসার চালিয়ে কোনো অর্থ জমা থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে একটি স্কুটার কিনতে অর্থ সঞ্চয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তিনি নিজের জন্য নতুন একটি স্কুটার ক্রয় করেন।

৩. **করিমের অবস্থাটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত?**
ক দারিদ্র্যের গতিধারা ● দারিদ্র্য বিমোচন
গ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ঘ দারিদ্র্য হ্রাস

৪. **নতুন স্কুটার ক্রয়ের মাধ্যমে করিমের–**
i. বেকারত্ব দূর হবে ii. মূলধন গঠিত হবে
iii. ভোগ বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● ii ও iii ঘ i ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য

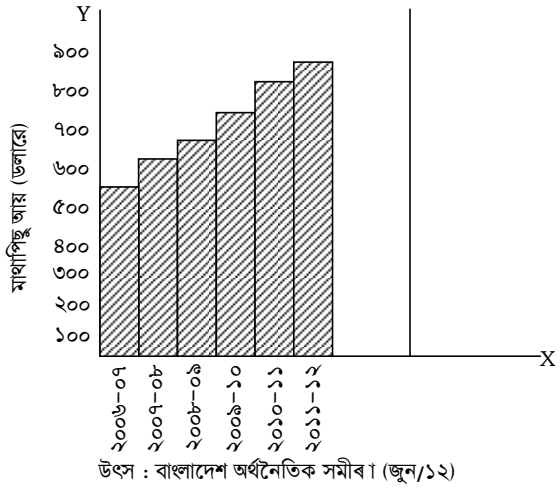

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীৰা (জুন/১২)

ক. মানবসম্পদ কাকে বলে?
খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. লেখচিত্রে কোন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. লেখচিত্রে প্রদর্শিত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য কোন নিয়ামক শক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি বলে তুমি মনে কর? বিশেরষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে।

খ অনুন্নত দেশে কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হওয়ায় বিনিয়োগও কম হয়। মূলধনও কম হয়। ফলে উৎপাদনও কম হয়। অনুন্নত দেশের অর্থনীতির এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এই চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে।

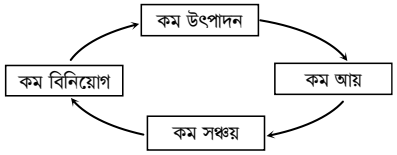

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত লেখচিত্রে উন্নয়নশীল অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেয়েছে। যেসব দেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নের পথে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে এবং কিছু মাত্রায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করেছে সেসব দেশই সাধারণভাবে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিত। এসব দেশে উন্নয়নের সুযোগ–সুবিধা ও জাতীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের জন্য আর্থসামাজিক ভিত্তি রচনা করা হয়েছে। এসব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টা লৰ করা যায়। উদ্দীপকে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। লেখচিত্রটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশটির মাথাপিছু আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৬–২০০৭ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় যেখানে ৫৫০ ডলার ছিল, ২০১১–১২ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯০০ ডলার। মাথাপিছু আয়ের এ ক্রমোন্নতি দেখে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উদ্দীপকে একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ লেখচিত্রে প্রদর্শিত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য মূলধনের যোগান বৃদ্ধি ও উপযুক্ত ৰেত্রসমূহে তার সুষ্ঠু বিনিয়োগ শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে বলে আমি মনে করি। একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেসব উপাদান জরবরি তার মধ্যে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি এবং তা উৎপাদনশীল খাতে সদ্ব্যবহার অন্যতম। মূলধনের যোগান এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বাড়ে। ফলে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে দেশটি উন্নয়নের পথে ধাবিত হয়। উদ্দীপকে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির যে প্রবণতা দেখানো হয়েছে তা মূলধনের ব্যবহারেরই ফসল। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নিম্ন উৎপাদন ও আয়, দারিদ্র, বেকারত্ব, কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ইত্যাদি। এর ফলস্বরূ প মানুষের মাথাপিছু আয়ও তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব মূলধন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মসংস্থান ও জাতীয় উৎপাদন উর্ধ্বগামী হয়েছে। ফলে জনগণের মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে যা উদ্দীপকের ছকে লৰ করা যায়। পরিশেষে বলা যায়, লেখচিত্রে প্রদর্শিত উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য মূলধনের যোগান বৃদ্ধি ও সুষ্ঠুভাবে তা বিনিয়োগের অবদান সর্বাধিক।

প্রশ্ন– ২ বেকারত্বের প্রকৃতি ও বেকারত্ব নিরসন

তামান্না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেছে। তার এখনও কোনো চাকরি হয়নি। ইদানীং সে তার মায়ের পরিচালিত হস্তশিল্পে তার মাকে কাজে সাহায্য করে। মায়ের কাছ থেকে তার সময় ভালো কাটে কিন্তু তাদের হস্তশিল্পের উৎপাদন বা আয় পূর্বের অবস্থায় রয়েছে।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে?
খ. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির ব্যাখ্যা কর।
গ. অর্থনীতিতে তামান্নার কাজের ধরন ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'বাস্তবভিত্তিক শিৰা' তামান্নাকে উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে– মূল্যায়ন কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না এ অবস্থাকে বেকারত্ব বলে।

খ বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় সরকারি কোনো কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লোক নিয়োগ করা হয় এবং সেই লোকদের কাজ করলে তার বিনিময়ে খাদ্যশস্য যেমন : চাল, ডাল ও গম দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে কোনো লোককে সরাসরি সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হতো না। তাদের সাথে চুক্তিতে কাজ দেওয়া হয়। যেমন একদিন কাজ করলে একদিনের খাবার পাবে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এ কর্মসূচি পালিত হয়। ২০১১–১২ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য ৩.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়।

গ অর্থনীতিতে তামান্নার কাজের ধরনকে প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলা হয়। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্যবিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রচ্ছন্ন বেকার যা ছদ্মবেশী বেকার বলা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এ শ্রেণির লোকদের বেকার বলে মনে হয় না। কিন্তু সে কাজ করলে উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বের সমানই থাকে। যেমন একজন কৃষকের দুই ছেলে তার সাথে জমিতে চাষাবাদ করলেও উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থাকে। এর কারণ হলো তিনজন লোক একজনের কাজকে ভাগ করে নিচ্ছে। এৰেত্রে কৃষকের দুই ছেলে ছদ্মবেশী বেকার। উদ্দীপকের তামান্নাও এমনই ছদ্মবেশী বেকার। তামান্না উচ্চশিৰা শেষ করে চাকরি পায়নি। এজন্য সে তার মায়ের সাথে হস্তশিল্পের কাজে যোগ দেয়। কিন্তু তাদের হস্তশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ তার মা আগে যা উৎপাদন করত এখনো সে পরিমাণই উৎপাদিত হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে সে কাজ করছে। প্রকৃতপৰে সে বেকার। তার মতো এ ধরনের বেকারদের অর্থনীতির ভাষায় ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকার বলা হয়।

ঘ বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের কর্মৰমতা ও দৰতা বৃদ্ধি করে তামান্না উক্ত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে। বাস্তব শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ে। তামান্না যদিও এমএ পাস করেছে তবুও তার হস্তশিল্পে কাজের দক্ষতা কম। কারণ সে নিজেকে এভাবে গড়ে তোলেনি। এছাড়াও তামান্নার হস্তশিল্পে কাজের দক্ষতা না থাকায় সে শুধু তার মাকে সাহায্যই করছে। নতুন কিছু করতে পারছে না। ফলে তাদের আয় বা উৎপাদন কোনোটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তামান্না যদি হস্তশিল্পের ওপর বাস্তবমুখী শিক্ষা নিত, তাহলে সে তার মায়ের কাজে উন্নতি আনতে পারত এবং নতুন ডিজাইনের পণ্য উৎপাদন করে আয় বৃদ্ধি করতে পারত। আমরা বলতে পারি, বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা তামান্নাকে তার প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এছাড়াও দেখা যায়, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর উন্নতির মূলে রয়েছে তাদের বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা। যে দেশের বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা যত বেশি উন্নত সেদেশের অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ। উন্নত দেশের মানুষ বাস্তব জ্ঞান এবং দক্ষতা দ্বারা তাদের প্রয়োজনীয় সব সুযোগ গ্রহণ করছে। কাজেই বাস্তব শিক্ষাই তামান্নাকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে বলে আমি মনে করি।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারণা দাও।

উত্তর : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয়। সাধারণত জিডিপি বৃদ্ধির বার্ষিক হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দ্বারাও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিমাপ করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন : অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে এমন একটি চলমান গতিধারাকে বোঝায়, যা কতগুলো শক্তির সংযোগ, যার ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। শক্তিসমূহ হচ্ছে, উৎপাদন, জাতীয় আয়, ভোগ, বিনিয়োগ, নিয়োগ, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি প্রভৃতি।

অতএব, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে বুঝতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এজন্য লেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি + অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ প্রবৃদ্ধি কি উন্নয়নের অংশ? বুঝিয়ে লিখ।

উত্তর : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশবিশেষ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা হতে আমরা জানি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো অর্থনীতির সামগ্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি। আর প্রবৃদ্ধি বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক অবকাঠামোর কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার অবকাঠামোগত পরিবর্তন। তাহলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি + অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন।

[অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশবিশেষ।]

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ অনুন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উলেরখ কর।

উত্তর : অনুন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো :

১. অনুন্নত দেশের মাথাপিছু আয় খুবই কম হয়।
২. অনুন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার খুবই কম থাকে।
৩. সাধারণত অনুন্নত দেশগুলো অধিক কৃষিনির্ভর হয়।
৪. অনুন্নত দেশগুলো শিল্পক্ষেত্রে অত্যন্ত অনগ্রসর হয়।
৫. অনুন্নত দেশগুলোর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি।
৬. অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ উন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উলেরখ কর।

উত্তর : উন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো :

১. উন্নত দেশের মাথাপিছু আয় অনুন্নত দেশ অপেক্ষা বেশি হয়।
২. উন্নত দেশগুলো সাধারণত শিল্পনির্ভর হয়ে থাকে।
৩. উন্নত দেশগুলো সর্বাধিক কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়।
৪. উন্নত দেশগুলোতে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়।
৫. উন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যা সীমিত বা কাম্য আকারের হয়।
৬. উন্নত দেশগুলোর শিক্ষার হার বেশি থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ কী?

উত্তর : অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ নিচে দেওয়া হলো :

১. কৃষির উপর নির্ভরশীলতা; ২. অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা; ৩. মূলধনের অভাব; ৪. উদ্যোক্তার অভাব; ৫. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র; ৬. রাজনৈতিক

অস্থিতিশীলতা; ৭. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা; ৮. বাজার দুর্বলতা; ৯. প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা; ১০. কর্মমুখী, শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অভাব।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নাম উলেরখ কর।

উত্তর : কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নাম নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক); ২. স্বনির্ভর বাংলাদেশ; ৩. প্রশিকা; ৪. আশা; ৫. শক্তি ফাউন্ডেশন; ৬. টিএমএসএস; ৭. এসএসএস (সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিসেস); ৮. ব্যুরো বাংলাদেশ।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বেকারত্বের ধারণা দাও।

উত্তর : কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ না পাওয়া অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বেকারত্ব নিরসনের কয়েকটি উপায় উলেরখ কর।

উত্তর : বেকারত্ব নিরসনের কয়েকটি উপায় নিচে দেওয়া হলো :

১. অনুন্নত দেশের কৃষি ব্যবস্থায় ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান। ছদ্মবেশী বেকারত্ব দূর করতে হলে ব্যাপক পরিমাণে শিল্পায়ন করতে হবে।
২. অনুন্নত দেশে অধিক পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে।
৩. কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমূহ উৎপাদনের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করতে হবে।
৪. কৃষি জমিতে বহু ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

■ রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? বর্ণনা কর।

উত্তর : উন্নয়নশীল দেশের কয়েকটি গুরবত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য :

১. **কৃষিনির্ভর অর্থনীতি :** দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যব ও পরোবভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। শ্রমশক্তির একটি উলেরখযোগ্য অংশ কৃষিতে নিয়োজিত। কৃষিবেত্রে পুরনো আমলের জীবন নির্বাহী ক্ষুদ্র খামারে চাষাবাদ হয়। কৃষিতে বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব লেগেই থাকে।
২. **মাথাপিছু আয় :** উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় কম। ফলে জীবনযাত্রার মান তেমন উন্নত হয়।
৩. **প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার :** অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না।
৪. **মূলধনের স্বল্পতা :** উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার কম। কাজেই সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয়। কম সঞ্চয় মূলধন গঠনের পথে অন্তরায়।
৫. **প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশ :** উন্নয়নশীল দেশ প্রধানত প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন করে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক পণ্য বলতে শিল্পের কাঁচামাল যেমন– পাট, চামড়া ইত্যাদি বোঝায়।
৬. **শিল্পের বিকাশ :** উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিল্প প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে। এসব দেশে শিল্প ধীরগতিতে বিকশিত হয়।
৭. **বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি :** উন্নয়নশীল দেশে প্রতি বছর রপ্তানির মাধ্যমে যে পরিমাণ আয় আসে তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানির মাধ্যমে ব্যয় হয়। ফলে এদেশকে প্রতি বছর বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়।
৮. **উদ্যোক্তার অভাব :** উন্নয়নশীল দেশে পণ্যসামগ্রী বেশির ভাগই কৃষি থেকে প্রাপ্ত। এসব পণ্যের মূল্যের উত্থান–পতন হয় বেশি। পণ্যের মূল্য উত্থান–পতন হওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে দেশি–বিদেশি উদ্যোক্তার অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হয়।
৯. **অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল :** উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন– যোগাযোগ ও পরিবহন, বিদ্যুৎ, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি প্রয়োজনের তুলনায় কম।
১০. **বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা :** উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রায় পুরোটাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

উপসংহারে বলা যায়, উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য যদি কোনো রাষ্ট্রে থাকে তবে সে দেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণ্য করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? বর্ণনা কর।

উত্তর : উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. **ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ :** উন্নত দেশ পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এসব দেশে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরবণ হয়। উন্নত দেশ যেমন– আমেরিকা, জাপান, ইউরোপের দেশগুলো ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সুষ্ঠু সংরবণ করে আজ উন্নত বিশ্বের নেতৃত্ব দান করছে।
২. **মূলধন :** উন্নত দেশে মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত। অর্থনীতিতে সঞ্চয় বৃদ্ধির দ্বারা মূলধন গঠন করা হয়।
৩. **দব জনশক্তি :** যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দব জনশক্তি একান্ত প্রয়োজন। কোনো দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ইত্যাদি পর্যাপ্ত থাকলেও যদি দব জনশক্তি না থাকে তাহলে সেদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না। উন্নত দেশ দব জনশক্তি গঠনে বিশেষ নজর রাখে। উন্নত শিবাব্যবস্থা, প্রশিবণ ও গবেষণার মাধ্যমে দব জনশক্তি তৈরি হয়।
৪. **উচ্চগড় আয়ুষ্কাল :** উন্নত দেশের জনগণের গড় আয়ু সাধারণত বেশি হয়। উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধার কারণে তাদের গড় আয়ু বেশি হয়ে থাকে।
৫. **কারিগরি জ্ঞান :** বর্তমানে উন্নত দেশে শ্রমিকদের উৎপাদন বমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ বৃদ্ধির মূলে রয়েছে কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি। যেদেশ কারিগরি জ্ঞানে যত বেশি উন্নত সেদেশের অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ। উন্নত দেশে মানুষ উন্নত কারিগরি জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে বশে এনেছে এবং এই প্রকৃতির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করছে।
৬. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। যে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই সে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নত দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।
৭. **উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা :** যেখানে পরিবহন ব্যবস্থা যত বেশি উন্নত সেখানে তত বেশি উৎপাদন ও উন্নয়ন হয়। কারণ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ বাড়ে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর : অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক কারণে মন্থর বা বাধাগ্রস্ত হয়। এসব অন্তরায় বা বাধার কারণে একটি দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে না। নিচে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়গুলো বর্ণনা করা হলো :

কৃষি নির্ভরশীলতা : কৃষিনির্ভর অর্থনীতি অত্যন্ত মন্থর হয়। কারণ, কৃষির উৎপাদন শক্তি কম। কৃষির উন্নয়ন জরুরি হওয়া সত্ত্বেও এর অগ্রগতি মন্থর।

অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা : অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর একটি প্রধান অন্তরায় হলো অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত। কৃষিপণ্যের মূল্য অস্থিতিশীল।

মূলধনের অভাব : জনগণের মাথাপিছু আয় কম হলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার কম হয়। ফলে দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না।

উদ্যোক্তার অভাব : উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী উদ্যোক্তার অভাব থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

অধিক জনসংখ্যা : অধিক জনসংখ্যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র : অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায় হলো দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। অধ্যাপক নার্কসের মতে, 'একটি দেশ গরিব কারণ সে দেশ দরিদ্র'। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো উৎপাদন কম, আয় কম, চাহিদা ও সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম ও মূলধন গঠন কম।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে। এ অবস্থা অধিকতর দেশি–বিদেশি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল নয়। এতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা : বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়। বিদেশি সাহায্যের কারণে একটি দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা–বাণিজ্যের উপর অন্য দেশ প্রভাব বিস্তার করে।

বাজার দুর্বলতা : উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাজার দুর্বলতা সর্বত্র বিদ্যমান। সচেতনতার অভাব, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা, অর্থায়নের অভাব ইতাদি কারণে বাজার দাম উৎপাদকের জন্য লাভজনক হয় না।

প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা : উন্নত প্রযুক্তির অভাব, আমদানিকৃত প্রযুক্তি ব্যয়বহুল এবং ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয় না।

কর্মমুখী শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অভাব : কর্মমুখী শিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের অভাবে একটি দেশ দ্রুত উন্নতি করতে পারে না।

উপরিউক্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের মাধ্যমে একটি দেশের দ্রুত উন্নতি করা সম্ভব।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সংৰেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম নিচে সংৰেপে বর্ণনা করা হলো :

১. **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি :**
নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। সামাজিক সুরৰা ও সামাজিক ৰমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগের আওতায় মোট ৬৪টি কর্মসূচি/ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নগদ প্রদান (বিশেষ ও বিভিন্ন ভাতা) কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন তহবিল। এসব কার্যক্রমের আওতায় ২০১১–১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২২,৫৫৬.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাতা বাবদ ৪,৮৩০.৬৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূ প :

ক. নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিভিন্ন ভাতা);
খ. নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ);
গ. খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম;
ঘ. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এবং
ঙ. দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন তহবিল।

ক. **নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিভিন্ন ভাতা) :** দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশ বয়স্ক জনগণ এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা। তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সরকার বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা চালু করেছে। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূ প মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা চালু করেছে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিআরডিবির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিৰণ কর্মসূচি চালু করেছে। এতে করে তাঁরা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করতে পারবে।

খ. **নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ) :** বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কিছু বিশেষ নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম চালু আছে। এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা এবং দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা এ ধরনের কার্যক্রম।

গ. **খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম :** দারিদ্র্য নিরসনে খাদ্য নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিএফ কর্মসূচি এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিজিডি কর্মসূচি চালু রয়েছে।

ঘ. **আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম :** দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি ভালো উপায় হলো আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বেকার যুবক–যুবতীদের জন্য গবাদিপশু, হাঁস–মুরগি পালন প্রশিৰণ, মৎস্যচাষ প্রশিৰণের পাশাপাশি তাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া সমবায় সমিতি গঠন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিৰণ ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের পদৰেপ নেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকৃতিসমূহের ধারণা দাও।

উত্তর : বেকারত্ব : কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, অথচ কাজ পায় না। ফলে আয়–উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে এবং মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে– এ ধরনের অবস্থাকে বেকারত্ব বলে।

নিচে বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রকৃতিসমূহ লেখা হলো :

১. **মৌসুমি বেকারত্ব :** প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে এ ধরনের বেকারত্ব হয়। যেমন ফসল বপন ও কর্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গ্রামীণ শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক বা গ্রামীণ শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় সে সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলে।

২. **ছদ্মবেশী/প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব :** কৃষিখাতে আপাতদৃষ্টিতে অনেক লোক কাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষি কাজে নিযুক্ত ঐসব লোকের মধ্যে অনেকেরই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্যবিশিষ্ট লোককে প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলে। যেমন– ধরা যাক, একজন কৃষকের দুই বিঘা জমি আছে। সে একাই ঐ জমিতে চাষবাস করে এবং নির্দিষ্ট

পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে। এখন যদি তার দুই ছেলে বাবার সঙ্গে ঐ জমিতে চাষের কাজে নিযুক্ত হয় তাহলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তিনজন লোক কাজে নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাবে ঐ কৃষক একা যা উৎপাদন করত দুই ছেলেসহ উৎপাদনের পরিমাণ একই হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, অতিরিক্ত দু'জন লোকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। এর কারণ হলো তিনজন লোক একজনের কাজকে ভাগ করে নিচ্ছে। সুতরাং এই দু'জন শ্রমিককে প্রচ্ছন্ন বেকার বলে অভিহিত করা হয়। তাহলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব হলো সেই অবস্থা যেখানে শ্রমিক আপাতদৃষ্টিতে কাজ করছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য।

৩. **সাময়িক বেকারত্ব :** পেশা পরিবর্তনের কারণে যে বেকারত্ব তৈরি হয় তাকে সাময়িক বেকারত্ব বলা হয়। যেমন, একজন গার্মেন্টস শ্রমিক পেশা পরিবর্তন করে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। এ সময় যে ৩ মাস কর্মহীন থাকে এ সময়কালটা সাময়িক বেকারত্ব বলে গণ্য। আমাদের দেশে এ ধরনের বেকারত্ব লৰ করা যায়।

সুতরাং বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় জনসাধারণের কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য কাজ কম থাকায় উপরিউক্ত বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **কোন মহাদেশের অধিকাংশ দেশ অনুন্নত?** [স. বো. '১৬]
ক এশিয়া খ আফ্রিকা
গ ল্যাটিন আমেরিকা ● সবগুলো

২. **"স্বনির্ভর বাংলাদেশ" কত সালে আত্মপ্রকাশ করে?** [স. বো. '১৬]
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৩ গ ১৯৭৪ ● ১৯৭৫

৩. **"শক্তি ফাউন্ডেশন" কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?** [স. বো. '১৫]
ক ১৯৮২ ● ১৯৯২ গ ১৯৯৪ ঘ ১৯৯৭

৪. **নিচের কোনটি উন্নয়নের জন্য অপ্রয়োজনীয় শর্ত?** [স. বো. '১৫]
ক দৰ প্রশাসন ● অধিক জনসংখ্যা
গ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ঘ অধিক মূলধন

৫. **অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হওয়ার কারণ কী?** [অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী]
ক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বেকারত্ব খ বেকারত্ব
গ জনসংখ্যাধিক্য ● স্বল্প মাথাপিছু আয়

৬. **বাংলাদেশে দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিনিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না কেন?** [আলহেরা একাডেমি, পাবনা]
ক অধিক জনসংখ্যার জন্য খ প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান না থাকার জন্য
গ বৈদেশিক নির্ভরশীলতার জন্য ● মূলধনের গঠনের হার কম হওয়ার জন্য

৭. **BRAC–এর পূর্ণরূ প কী?** [খুলনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● Bangladesh Rural Advancement Commity
খ Bangladesh Rurel Advice Commity
গ Bangladesh Rural Advancement Community
ঘ Bangladesh Rural Advancement Service

৮. **ব্র্যাকের লৰ্য কী?** [করোনেশন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
ক নারীর ৰমতায়ন করা
খ বস্তি সমস্যা সমাধান করা
গ প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিঃস্বদের সাহায্য করা
● দারিদ্র্যদের ৰমতায়ন করা

৯. **কোন সংস্থাটি প্রথম দিকে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সংযুক্ত সেল হিসেবে কাজ করেছে?** [নাটোর জিলা স্কুল]
ক ব্র্যাক খ গ্রামীণ ব্যাংক
● স্বনির্ভর বাংলাদেশ ঘ প্রশিকা

১০. **রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে বিত্তহীনদের ঋণ বিতরণ করে কোন সংস্থা?** [দিনাজপুর জিলা স্কুল]
● স্বনির্ভর বাংলাদেশ খ ব্যুরো বাংলাদেশ
গ প্রশিকা ঘ শক্তি ফাউন্ডেশন

১১. **বাংলাদেশে নারীর উন্নয়নের বড় সংগঠন কোনটি?** [রংপুর ক্যান্টনমেন্ট স্কুল]
ক শক্তি ফাউন্ডেশন ● ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ
গ সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিসেস ঘ ব্যুরো বাংলাদেশ

১২. **প্রাকৃতিক কারণে কোন বেকারত্ব দেখা যায়?** [চুয়াডাঙ্গা সরকারি স্কুল]
ক স্থায়ী খ ছদ্মবেশী ● মৌসুমি ঘ নারী

১৩. **কৃষিখাতে কোন ধরনের লোকদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য?** [রংপুর জিলা স্কুল]
ক স্থায়ী বেকার খ মৌসুমি বেকার
● ছদ্মবেশী বেকার ঘ আধা–বেকার

১৪. **বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও কোনটি?** [কুষ্টিয়া জিলা স্কুল]
ক গ্রামীণ ব্যাংক ● ব্র্যাক
গ স্বনির্ভর বাংলাদেশ ঘ আশা

১৫. **উন্নত দেশের মূলধন গঠনের জন্য করণীয় কী?** [রাজবাড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক আয় বৃদ্ধি করা খ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা
গ ব্যয় বৃদ্ধি করা ● সঞ্চয় বৃদ্ধি করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬. **দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বের হওয়ার জন্য কোনো দেশ মূলধন বাড়ালে, তখন দেশটির–** [স. বো. '১৫]
i. উৎপাদন বাড়বে
ii. চাহিদা বাড়বে
iii. সঞ্চয় বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

১৭. **বাংলাদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূ পান্তর করতে হলে, প্রয়োজন–** [স. বো. '১৫]
i. দৰ করে গড়ে তোলা
ii. কর্মমুখী শিৰায় শিৰিত করা
iii. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮. **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজন–** [রাজশাহী ক্যান্টমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়]
i. মূলধন গঠন করা
ii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
iii. দৰ জনশক্তি তৈরি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯. **সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসূচি গ্রহণের কারণ হলো–** [বিএএফ শাহীন স্কুল, চট্টগ্রাম]
i. দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা
ii. দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করা
iii. নগরায়নের বিস্তার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্নথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

করিম ও রহিম জমিতে বীজ বপন ও ফসল কাটার সময় ব্যস্ত থাকে। কিন্তু বছরের অন্য সময় তাদের কোনো কাজ থাকে না। কিন্তু তারা এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চায়। [স. বো. '১৫]

২০. কৃষিক্ষেত্রে করিম ও রহিমের মতো লোকদের কী বলে?
ক স্থায়ী বেকার ● মৌসুমি বেকার
গ প্রচ্ছন্ন বেকার ঘ ছদ্মবেশি বেকার

২১. উক্ত বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো–
i. শিল্পখাতে শ্রমিকের স্থানান্তর ii. বছরে একটি ফসল উৎপাদন
iii. কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ৯.১ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১০১

At a Glance

- একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে বলে– অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।
- মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারকেও– অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয়।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি– চলমান প্রক্রিয়া।
- শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেই– অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় না।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য– মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্ক– মাথাপিছু আয়ের।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২. কোনো দেশের দ্রব্য ও সেবাবাজার মূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক ভোগ বৃদ্ধি ● প্রবৃদ্ধি গ আয়বৃদ্ধি ঘ মানবৃদ্ধি

২৩. কোনটি দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়? (জ্ঞান)
● মাথাপিছু আয় খ জাতীয় ব্যয়
গ জাতীয় বিনিয়োগ ঘ জনগণের জীবনযাত্রার মান

২৪. জিডিপি বৃদ্ধির হারকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ● অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
গ জাতীয় ভোগ বৃদ্ধি ঘ জাতীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি

২৫. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্বারা দ্রব্য ও সেবার কোন দিককে নির্দেশ করা হয়? (অনুধাবন)
ক অবকাঠামোগত দিক খ মানগত দিক
● পরিমাণগত দিক ঘ মূল্যগত দিক

২৬. কতগুলো শক্তির সংযোগে চলমান গতিধারাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ● অর্থনৈতিক উন্নয়ন
গ সামগ্রিক যোগান ঘ সামগ্রিক চাহিদা

২৭. অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তিসমূহের ফলাফল কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি
খ দ্রব্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি
গ বাজার মূল্যে ক্রমাগত বৃদ্ধি
ঘ দ্রব্যের গুণগত মান পরিবর্তন

২৮. কোনটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তি? (অনুধাবন)
● জাতীয় আয় খ বিমা গ কারখানা ঘ ব্যাংক

২৯. নিচের কোনটি অর্থনৈতিক শক্তি? (জ্ঞান)
● বিনিয়োগ খ চাহিদা গ বাজার ঘ যোগান

৩০. নিচের কোনটি অর্থনৈতিক শক্তি? (জ্ঞান)
ক চাহিদা ● জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি
গ দ্রব্য ঘ সেবা

৩১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেতে হলে কোন বিষয়টি বুঝতে হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ● অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
গ অর্থনৈতিক কাঠামো ঘ অর্থনীতির ভিত্তি

৩২. প্রবৃদ্ধি কী? (জ্ঞান)
ক জাতীয় শ্রমশক্তির বৃদ্ধি
খ মোট দেশজ ভোগের অব্যাহত বৃদ্ধি
● মোট জাতীয় আয়ের অব্যাহত বৃদ্ধি
ঘ জাতীয় মাথাপিছু আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি

৩৩. মোজাম্বিকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেক কম। দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য কোনটির ওপর জোর দিতে হবে? (প্রয়োগ)
ক জাতীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির
● জাতীয় আয় বৃদ্ধির
গ জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধির
ঘ অর্থনৈতিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তনের

৩৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনটি জড়িত? (অনুধাবন)
ক জাতীয় মাথাপিছু আয় খ জাতীয় ব্যয়
● অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন ঘ আর্থসামাজিক পরিবর্তন

৩৫. নিচের কোনটি সঠিক? (অনুধাবন)
ক অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি – অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন
খ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি = অর্থনৈতিক উন্নয়ন + অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন
● অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি + অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন
ঘ অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন = অর্থনৈতিক উন্নয়ন + অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

৩৬. প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক উন্নয়ন + অন্যান্য বিষয়ের সুফল
খ প্রবৃদ্ধি = উন্নয়ন
● প্রবৃদ্ধি < উন্নয়ন
ঘ প্রবৃদ্ধি > উন্নয়ন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭. একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণগত বৃদ্ধিকে
ii. দ্রব্য বিনিয়োগের পরিমাণগত বৃদ্ধিকে
iii. সেবা উৎপাদনের পরিমাণগত বৃদ্ধিকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৮. উন্নয়ন বলতে বোঝায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থনৈতিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন
ii. প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধি
iii. সার্বিক মানোন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৯. কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে যদি– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শিক্ষার হার বেড়ে যায়
ii. প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যায়
iii. দ্রব্যমূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০. যে খাতে বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির হার বেশি– (অনুধাবন)
i. শিল্প
ii. আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সেবা
iii. শিক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করা
ii. অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন সাধন করা
iii. জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৪২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তিসমূহ– (অনুধাবন)
i. উৎপাদন, ভোগ
ii. চাহিদা, যোগান
iii. জাতীয় আয়, নিয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৪৩. একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণগত বৃদ্ধিকে
ii. দ্রব্য বিনিয়োগের পরিমাণগত বৃদ্ধিকে
iii. সেবা উৎপাদনের পরিমাণগত বৃদ্ধিকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৪৪. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করা
ii. অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন সাধন করা
iii. জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৪৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তিসমূহ– (অনুধাবন)
i. উৎপাদন, ভোগ
ii. চাহিদা, যোগান
iii. জাতীয় আয়, নিয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৬ ও ৪৭ নং প্রশ্নোত্তর দাও :
'ক' দেশের 'খ' সরকার তার কর্মকাণ্ডের দ্বারা ধনাত্মক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনীতির অনুকূল গুণগত পরিবর্তন করলেন।

৪৬. 'ক' সরকার 'খ' দেশের কী ঘটালেন? (প্রয়োগ)
● অর্থনৈতিক উন্নয়ন ⓚ অউন্নয়ন
ⓖ সুষম উন্নয়ন ⓘ অগ্রগতি

৪৭. 'খ' দেশের জনগণের ক্ষেত্রে কী লক্ষ করা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জাতীয় আয় কমবে
ii. আয় কমবে
iii. জীবনযাত্রার মান বাড়ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ ৯.২ : উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১০১

- উন্নয়ন স্তরের ভিত্তিতে দেশগুলোকে – ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত– মূলধন গঠন।
- উন্নত দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস– শিল্প।
- বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়– উন্নয়নশীল দেশের।
- অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে মিল হলো– কৃষি ও অনুন্নত যোগাযোগ।
- দক্ষ জনশক্তি ও কারিগরি জ্ঞান– উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৮. উন্নত দেশসমূহ কোন সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে? (অনুধাবন)
● ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ⓚ অদক্ষ জনগোষ্ঠী
ⓖ বনজ সম্পদ ⓘ খনিজ সম্পদ

৪৯. কোনটি উন্নত দেশ? (জ্ঞান)
ⓚ বাংলাদেশ ⓚ মালদ্বীপ ⓖ ভারত ● জাপান

৫০. পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও কোনটির অভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ মূলধন ● দক্ষ জনশক্তি
ⓖ দক্ষ প্রশাসন ⓘ কাঁচামাল

৫১. উন্নত দেশ কোনটি গঠনে বিশেষ নজর দেয়? (অনুধাবন)
ⓚ উন্নত অবকাঠামো ⓚ উন্নত প্রযুক্তি
● দক্ষ জনগোষ্ঠী ⓘ উন্নত পরিবহন

৫২. উন্নত দেশের শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ শারীরিক গঠনের কারণে ⓚ উন্নত খাবারের কারণে
ⓖ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর কারণে ● উন্নত কারিগরি জ্ঞানের কারণে

৫৩. উন্নত দেশ কোনটির কল্যাণে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে? (জ্ঞান)
ⓚ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ● কারিগরি জ্ঞান
ⓖ পর্যাপ্ত মূলধন ⓘ উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা

৫৪. যুক্তরাষ্ট্র আটলান্টিক মহাসাগরের জলরাশিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। এ সফলতার জন্য কোনটির অবদান বেশি? (প্রয়োগ)
ⓚ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ⓚ দক্ষ প্রশাসন
● কারিগরি জ্ঞান ⓘ উদ্যোক্তার উপস্থিতি

৫৫. কীভাবে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়? (অনুধাবন)
● উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ⓚ রাজনীতির মাধ্যমে
ⓖ জনসংখ্যাম বিদেশে পাঠিয়ে ⓘ বেকারত্ব হ্রাস করে

৫৬. জার্মানিতে প্রতিবছর হাজার হাজার উদ্যোক্তা বিনিয়োগ করে। এর কারণ কী? (প্রয়োগ)
ⓚ স্বল্প জনসংখ্যা ⓚ উর্বর ভূমি
ⓖ উপযুক্ত জলবায়ু ● রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

৫৭. কোনটি উন্নত আর্থসামাজিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন)
ⓚ প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশ
ⓚ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি
● উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
ⓘ ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য

৫৮. উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ⓚ ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য
ⓖ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ● কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা

৫৯. কোন মহাদেশের অধিকাংশ দেশ অনুন্নত? (জ্ঞান)
ⓚ ইউরোপ ⓚ ওশেনিয়া ● এশিয়া ⓘ এন্টার্কটিকা

৬০. আফ্রিকার দেশগুলোতে কোন ধরনের অর্থনীতি বিরাজমান? (জ্ঞান)
ⓚ উন্নত ● অনুন্নত ⓖ শিল্পোন্নত ⓘ উন্নয়নশীল

৬১. অনুন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ কোথায় বসবাস করে? (জ্ঞান)
● গ্রামে ⓚ শহরে ⓖ বস্তিতে ⓘ জঙ্গলে

৬২. অনুন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিসের সাথে জড়িত? (জ্ঞান)
ⓚ কুটিরশিল্পের ⓚ বাণিজ্যের ⓖ শিল্পের ● কৃষির

৬৩. নিচের কোনটি অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন)
● কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ⓚ দক্ষ জনশক্তি
ⓖ কৃষির ওপর অনির্ভরশীল ⓘ মূলধনের গঠন

৬৪. তাসিফের দেশ কৃষিপ্রধান হলেও কৃষিব্যবস্থা এখনও সনাতন। তার দেশটিতে কোন ধরনের অর্থনীতি বিরাজমান? (প্রয়োগ)
ⓚ উন্নত ● অনুন্নত ⓖ উন্নয়নশীল ⓘ স্বল্পোন্নত

৬৫. কোন ধরনের অর্থনীতিতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব দেখা যায়? (জ্ঞান)
ⓚ উন্নত ⓚ উন্নয়নশীল ● অনুন্নত ⓘ শিল্পোন্নত

৬৬. কম আয় → কম সঞ্চয় → কম বিনিয়োগ → কম উৎপাদন → কম আয় → চক্রের ফলাফল কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়
● উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে
ⓖ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়
ⓘ দেশের অর্থনীতি কৃষি থেকে শিল্পমুখী হয়

৬৭. কোন দেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র সক্রিয়? (জ্ঞান)
● অনুন্নত ⓚ উন্নয়নশীল ⓖ উন্নত ⓘ শিল্পোন্নত

৬৮. অনুন্নত দেশে উন্নয়নের গতি মন্থর হওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)
ⓚ জনসংখ্যাধিক্য ● দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

ⓖ অদৰ প্ৰশাসন ⓘ অনুন্নত পৰিবহন ব্যবস্থা

৬৯. অনুন্নত দেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের অবস্থা সন্তোষজনক নয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ● জনসংখ্যাধিক্যের কারণে
ⓖ কৃষি নির্ভরতার কারণে ⓘ অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে

৭০. অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি কিসের ওপর নির্ভরশীল? (জ্ঞান)
ⓚ শিল্প ● কৃষি
ⓖ বাণিজ্য ⓘ প্রাকৃতিক সম্পদ

৭১. P দেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা সনাতনী। নিচের কোন P মন্তব্যটি দেশের ৰেত্রে প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)
ⓚ এটি উন্নয়নশীল দেশ ⓛ এটি উন্নত দেশ
ⓖ এটি স্বল্পোন্নত দেশ ● এটি অনুন্নত দেশ

৭২. অনুন্নত দেশের উদ্যোক্তাগণ বিনিয়োগে উৎসাহী না হওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)
ⓚ পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকায়
ⓛ প্রচুর মূলধন পাওয়া যায় বলে
● পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায়
ⓘ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক থাকায়

৭৩. প্রাথমিক পণ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি করে কোন দেশ? (জ্ঞান)
ⓚ উন্নত ● অনুন্নত
ⓖ উন্নয়নশীল ⓘ শিল্পোন্নত

৭৪. অনুন্নত দেশ কী ধরনের পণ্য আমদানি করে? (জ্ঞান)
ⓚ প্রাথমিক ⓛ কৃষিজাত
ⓖ কাঁচামাল জাতীয় ● শিল্পজাত

৭৫. অনুন্নত দেশে আমদানি–রপ্তানি ৰেত্রে কোন তথ্যটি সঠিক? (প্রয়োগ)
● আমদানি > রপ্তানি ⓛ আমদানি < রপ্তানি
ⓖ আমদানি = রপ্তানি ⓘ আমদানি ‡ রপ্তানি

৭৬. অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ সরকার পদ্মাসেতু করতে চাইলেও মূলধনের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। এ পরিস্থিতির কারণ কী? (প্রয়োগ)
ⓚ কম বিনিয়োগ ⓛ কম উৎপাদন
● কম সঞ্চয় ⓘ কম আয়

৭৭. উন্নয়নশীল দেশে কোনটি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে? (উচ্চতর দৰতা
● কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা ⓛ মাথাপিছু আয়
ⓖ অধিক জনসংখ্যা ⓘ উদ্যোক্তা শ্রেণি

৭৮. উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের অন্তরায় কোনটি? (অনুধাবন)
ⓚ নিম্ন মাথাপিছু আয় ● কম সঞ্চয়
ⓖ কম বিনিয়োগ ⓘ কম মূলধন

৭৯. উন্নয়নশীল দেশ কী ধরনের পণ্য উৎপাদন করে? (জ্ঞান)
ⓚ কাঁচামাল ● প্রাথমিক ⓖ শিল্পজাত ⓘ মূলধনী

৮০. উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদনব্যবস্থায় কী ধরনের উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হয়? (অনুধাবন)
● শ্রম নিবিড় ⓛ প্রকৃতি নির্ভর ⓖ ভূমি নির্ভর ⓘ যন্ত্র নির্ভর

৮১. উন্নয়নশীল দেশে বেশির ভাগ পণ্যসামগ্রী কোন উৎস হতে পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
● কৃষি ⓛ বাণিজ্য ⓖ শিল্প ⓘ পর্যটন

৮২. কোন ধরনের পণ্যের মূল্যের উত্থান–পতন বেশি হয়? (জ্ঞান)
ⓚ বিলাসজাত ● কৃষি ⓖ শিল্প ⓘ প্রযুক্তি

৮৩. উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ কেন? (অনুধাবন)
ⓚ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য
ⓛ অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য
● পণ্যের মূল্যের উত্থান–পতনের জন্য
ⓘ জনসংখ্যাধিক্যের জন্য

৮৪. 'ক' দেশটি অর্থনৈতিকভাবে ক্রমশ উন্নতি করলেও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এখনও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। উক্ত দেশটিতে কী ধরনের অর্থনীতি বিরাজমান? (প্রয়োগ)
● উন্নয়নশীল ⓛ উন্নত ⓖ স্বল্পোন্নত ⓘ অনুন্নত

৮৫. উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কিসের ওপর নির্ভরশীল? (জ্ঞান)
ⓚ কৃষির ⓛ শিল্প উৎপাদনের
ⓖ বৈদেশিক বাণিজ্যের ● বৈদেশিক সাহায্যের

৮৬. কোন ধরনের দেশে প্রতি বছর বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ উন্নত ⓛ পুঁজিবাদী ● উন্নয়নশীল ⓘ স্বল্পোন্নত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৭. দৰ জনশক্তি তৈরি করার উপায় হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. অধিক অর্থ ব্যয় করা
ii. প্রশিৰণের ব্যবস্থা করা
iii. গবেষণার ৰেত্র বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৮৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কারিগরি জ্ঞান জরুরি। কারণ এটি– (উচ্চতর দৰতা)
i. শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি করে
ii. প্রকৃতিকে বশে আনতে সাহায্য করে
iii. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৯. পরিবহনব্যবস্থা উন্নত করার সুবিধা হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়
ii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্ভব হয়
iii. উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯০. অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর হওয়ার কারণ হলো– (অনুধাবন)
i. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের কার্যকারিতা
ii. অনুন্নত অবকাঠামো
iii. কৃষির ওপর অতি নির্ভরশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯১. অনুন্নত দেশে পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত থাকার ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. মালামাল স্থানান্তরে বিঘ্ন ঘটে
ii. অনুন্নত শিল্প কাঠামো
iii. উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯২. প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশ অনুন্নত থেকে যায়। কারণ– (অনুধাবন)
i. পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব
ii. প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার
iii. দৰ জনগোষ্ঠীর অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯৩. অনুন্নত দেশের বাণিজ্যে ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থার কারণ হলো– (অনুধাবন)
i. কাঁচামাল ও প্রাথমিক পণ্য স্বল্পমূল্যে রপ্তানি করা
ii. শিল্পজাত পণ্য অধিকমূল্যে আমদানি করা
iii. বিলাসবহুল পণ্য আমদানি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯৪. অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য হলো– (প্রয়োগ)
i. সনাতন কৃষিব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীলতা
ii. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের অভাব
iii. অনুন্নত শিল্প কাঠামো বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯৫. উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা হলো– (প্রয়োগ)
i. কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা
ii. বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি
iii. অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯৬. মোজাম্বিক অনুন্নত এবং বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। উভয় দেশের মধ্যে সাদৃশ্য হলো– (প্রয়োগ)

i. অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা
ii. জাতীয় আয়ে কৃষির বৃহৎ অবদান
iii. কৃষিনির্ভর অর্থনীতি শিল্পনির্ভর অর্থনীতি হতে ধাবমান

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৭. উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য হলো– (প্রয়োগ)

i. বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি
ii. অবকাঠামোগত উন্নয়নের বৈদেশিক নির্ভরশীলতা
iii. কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯৮. উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য– (অনুধাবন)

i. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
ii. জনসংখ্যা উচ্চ বৃদ্ধির হার
iii. মূলধন এর পর্যাপ্ততা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৯. উন্নত দেশের উদ্যোক্তাগণ বিনিয়োগ ও উৎপাদনে এগিয়ে আসার কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. অধিক সস্তা শ্রমিক
ii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিবেশ
iii. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিবেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০০. যে মহাদেশের অধিকাংশ দেশ অনুন্নত– (অনুধাবন)

i. ইউরোপ
ii. আফ্রিকা
iii. এশিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০১. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে মিল হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান
ii. অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা
iii. শিল্পে বিনিয়োগ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০২ ও ১০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জার্মানির বার্ষিক জিডিপির পরিমাণ ২৭,৪১,৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশটিতে শিল্পায়নের ফলে বেকারত্বের হার কম এবং মাথাপিছু আয়ও বেশি।

১০২. অনুচ্ছেদে দেশটির অর্থনীতি কী ধরনের? (প্রয়োগ)

ক অনুন্নত খ উন্নয়নশীল
গ স্বল্পোন্নত ● উন্নত

১০৩. উক্ত দেশটিতে বিদ্যমান আছে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
ii. উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
iii. কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ দক্ষ জনগোষ্ঠী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৪ ও ১০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ইগলুসির দেশের মাথাপিছু আয় কম। ফলে তাদের দেশের মানুষের সঞ্চয় কম এবং মূলধন গঠন করতে না পারায় বিনিয়োগের হারও কম। ফলশ্রুতিতে উৎপাদনও কম।

১০৪. ইগলুসির দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলা হয়? (প্রয়োগ)

ক দারিদ্র্যের রাশিচক্র ● দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র
গ উৎপাদনের দুষ্টচক্র ঘ অর্থনীতির দুষ্টচক্র

১০৫. উক্ত পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা
ii. পরিবহনসহ অবকাঠামোর উন্নয়ন করা
iii. দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৬ ও ১০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাবিলের দেশে পণ্য বিশেষ করে কৃষি পণ্যের দাম নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুব কঠিন। কারণে অকারণে এসব পণ্যের মূল্য উঠানামা করে।

১০৬. বৈশিষ্ট্য বিচারে নাবিলের দেশটি কী ধরনের দেশ? (প্রয়োগ)

ক উন্নত খ অনুন্নত ● উন্নয়নশীল ঘ শিল্পোন্নত

১০৭. অনুচ্ছেদে উলিরখিত পরিস্থিতির ফলাফল হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. উৎপাদন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়
ii. উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে
iii. উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর তৈরি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ ৯.৩ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১০৪

At a Glance

- বাংলাদেশের কৃষিতে– আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত।
- বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম হওয়ায়– সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার তুলনামূলক কম।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু– উদ্যোক্তা।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা– অতিরিক্ত জনসংখ্যা।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়– দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে– প্রধান অন্তরায়।
- বাংলাদেশের অর্থনীতি– বৈদেশিক বাণিজ্য ও সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৮. বাংলাদেশ কী ধরনের দেশ? (জ্ঞান)

ক অনুন্নত ● উন্নয়নশীল গ স্বল্পোন্নত ঘ উন্নত

১০৯. বাংলাদেশের অর্থনীতি কোনটির ওপর নির্ভরশীল? (জ্ঞান)

● কৃষি খ বাণিজ্য গ পর্যটন ঘ শিল্প

১১০. বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা কেমন? (জ্ঞান)

ক উন্নত ● অনুন্নত গ পরিকল্পিত ঘ অপরিকল্পিত

১১১. বাংলাদেশে কোন পণ্যের মূল্য অস্থিতিশীল? (জ্ঞান)

ক শিল্পজাত পণ্য ● কৃষিপণ্য
গ ভোগ্য পণ্য ঘ আমদানিকৃত পণ্য

১১২. বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের মূল্য কিরূ প? (অনুধাবন)

● অস্থিতিশীল খ উর্ধ্বগামী গ নিম্নগামী ঘ স্থির

১১৩. বাংলাদেশে মূলধন গঠনের পথে অন্তরায় কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক কম বিনিয়োগ খ কম ভোগ ● কম সঞ্চয় ঘ কর্ম প্রবৃদ্ধি

১১৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে কোনটি? (জ্ঞান)

ক ভূমি খ শ্রম ● উদ্যোক্তা ঘ মূলধন

১১৫. বাংলাদেশে প্রাপ্ত মূলধন উৎপাদন খাতে কম ব্যবহার হচ্ছে কেন? (অনুধাবন)

ক শিল্পে অনগ্রসরতার কারণে
● দক্ষ ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তার অভাবের কারণে
গ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে
ঘ বাজার দুর্বলতার কারণে

১১৬. বাংলাদেশে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে চায় না কেন? (অনুধাবন)

ক প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণ না থাকার কারণে
খ দৰ শ্রমিক না থাকার কারণে
গ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সহজলভ্য না হওয়ার কারণে
● রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকার কারণে

১১৭. বাংলাদেশে উদ্যোক্তা শ্রেণি এগিয়ে না আসার কারণ কী? (অনুধাবন)
● বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের অভাব খ প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব
গ দৰ জনগোষ্ঠীর অভাব ঘ উন্নত প্রযুক্তির অভাব

১১৮. বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম বাধা কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)
ক দুর্নীতি খ প্রযুক্তি নির্ভরতা
গ উন্নত প্রশিৰণ ● দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

১১৯. 'একটি দেশ গরিব কারণ সে দেশ দরিদ্র' উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক অ্যাডাম স্মিথ খ আলফ্রেড মার্শাল
গ রিকার্ডো ● নার্কস

১২০. বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হয় কেন? (অনুধাবন)
ক দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের জন্য খ অধিক জনসংখ্যার জন্য
গ মূলধন না থাকার জন্য ● রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য

১২১. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অধিকতর দেশি–বিদেশি বিনিয়োগের জন্য কী? (জ্ঞান)
● প্রতিকূল খ অনুকূল গ আশাব্যঞ্জক ঘ সুবিধাজনক

১২২. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সর্বত্র কোনটি বিরাজমান? (অনুধাবন)
ক বাণিজ্য ● দুর্বল বাজার কাঠামো
গ নির্ভরশীলতা ঘ দৰ জনশক্তি

১২৩. কী কারণে উৎপাদকের কাছে বাজার দাম অলাভজনক হয়? (অনুধাবন)
● সচেতনতার অভাবে খ তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে
গ বৈদেশিক সাহায্যের অভাবে ঘ বিক্রেতার সাহায্যের অভাবে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৪. বাংলাদেশে কৃষির বৈশিষ্ট্য হলো– (প্রয়োগ)
i. আধুনিক প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার
ii. কৃষিপণ্যের অস্থিতিশীল মূল্য
iii. উন্নয়নের গতি মন্থর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৫. বাংলাদেশের বাজার দাম উৎপাদনের জন্য লাভজনক না হওয়ার কারণ হলো– (অনুধাবন)
i. সচেতনতার অভাব
ii. যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা
iii. অর্থায়নের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৬. বাংলাদেশে উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যায় না। কারণ– (প্রয়োগ)
i. আমদানিকৃত প্রযুক্তি ব্যয়বহুল
ii. প্রযুক্তির ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ
iii. সরকারি বিধি–নিষেধ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৭. বাংলাদেশ উন্নতি লাভ করতে না পারার কারণ হলো– (অনুধাবন)
i. কৃষির ওপর অতি নির্ভরশীলতা
ii. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
iii. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের কার্যকারিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৮. বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ফলাফল হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত
ii. কৃষির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি
iii. উদ্যোক্তাদের অনুৎসাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৯. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে– (অনুধাবন)
i. উৎপাদন কম
ii. আয় কম
iii. বিনিয়োগ কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩০. বাংলাদেশে যে ধরনের উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে– (অনুধাবন)
i. দৰ ও অভিজ্ঞ
ii. ঝুঁকিবহনে আগ্রহী ও সৰম
iii. কারিগরি জ্ঞানে অনাগ্রহী
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩১ ও ১৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকাতে ব্যবসায় করছেন নাটোরের ছেলে আরিফ। ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি সেখানে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এক আত্মীয় তাকে দেশে ফিরে কোনো উদ্যোগ নিতে বলে। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে সাহস পান না।

১৩১. অনুচ্ছেদের আরিফ সাহেবের ভয় পাওয়ার কারণ হলো– (প্রয়োগ)
i. বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের অস্থিতিশীল মূল্য
ii. অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
iii. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের উপস্থিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩২. আরিফ সাহেবের মতো ব্যক্তিরা অবদান রাখতে পারে– (উচ্চতর দৰতা)
i. দেশের মূলধনকে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করতে
ii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে
iii. দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ ৯.৪ : বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১০৫

- ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হলো– ব্র্যাক।
- NGO–এর পূর্ণরূপ– Non-Government Organization.
- স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৭৫ সালে।
- ১৯৭৫ সালে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় কাজ শুরু করে– প্রশিকা।
- আশা প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৯২ সালে।
- বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের বড় সংগঠন– ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএ)।
- বড় বড় শহরের বস্তির দুস্থ মহিলাদের ঋণ দেয়– ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৩. কোন সংস্থার মাধ্যমে সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে? (অনুধাবন)
ক স্বনির্ভর বাংলাদেশ ● পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন
গ ব্যুরো বাংলাদেশ ঘ শক্তি ফাউন্ডেশন

১৩৪. NGO–এর পূর্ণরূপ কোনটি? (জ্ঞান)
ক New Government Organization
● Non Government Organization
গ Net Government Organization
ঘ National Government Organization

১৩৫. কখন বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম আরও ব্যাপ্তি ও গতি লাভ করে? (অনুধাবন)
ক যুদ্ধের সময় ● প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়
গ উন্নয়নের সময় ঘ অর্থনৈতিক মন্দার সময়

১৩৬. বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে এনজিওসমূহ কী করে? (প্রয়োগ)
ক খাদ্য বিতরণ করে খ কাবিখা প্রকল্প পরিচালনা করে
● ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে ঘ অর্থ সাহায্য করে

১৩৭. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও কোনটি? (জ্ঞান)

ক গ্রামীণ ব্যাংক ● ব্র্যাক
গ স্বনির্ভর বাংলাদেশ ঘ আশা

১৩৮. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৭১ ● ১৯৭২ গ ১৯৮৩ ঘ ১৯৮০

১৩৯. ব্র্যাকের টার্গেট গ্রুপ কারা? (জ্ঞান)
ক বস্তিবাসীরা খ পঙ্গুরা ● মহিলারা ঘ বেকার যুবকরা

১৪০. ব্র্যাক কতটি গ্রামে কাজ করে? (জ্ঞান)
ক ৫০ হাজার খ ৫৫ হাজার ● ৭০ হাজার ঘ ৭৫ হাজার

১৪১. ব্র্যাক কতটি বস্তিতে কাজ করে? (জ্ঞান)
ক ১০০০ ● ২০০০ গ ৩০০০ ঘ ৪০০০

১৪২. স্বনির্ভর বাংলাদেশ কত সালে আত্মপ্রকাশ করে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭২ ● ১৯৭৫ গ ১৯৮৩ ঘ ১৯৮৬

১৪৩. কত সাল হতে স্বনির্ভর বাংলাদেশ বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসেবে কাজ শুরু করে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭৫ খ ১৯৮০ ● ১৯৮৫ ঘ ১৯৯০

১৪৪. স্বনির্ভর বাংলাদেশের ১৬৮৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা ● আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
গ মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা ঘ শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা

১৪৫. প্রশিকা কত সালে কাজ শুরু করে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭১ খ ১৯৭৩ ● ১৯৭৫ ঘ ১৯৮০

১৪৬. প্রাথমিকভাবে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় কাজ শুরু করে কোন সংস্থা? (জ্ঞান)
ক ব্র্যাক খ গ্রামীণ ব্যাংক ● প্রশিকা ঘ আশা

১৪৭. টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে কোন সংস্থা? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক আশা খ টিএমএসএস গ ব্র্যাক ● প্রশিকা

১৪৮. জয়নাল মিয়া মৌমাছি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ খুঁজছে। তিনি কোন সংস্থা হতে ঋণ নিতে পারবেন? (প্রয়োগ)
ক শক্তি ফাউন্ডেশন খ টিএমএসএস
গ এসএসএস ● প্রশিকা

১৪৯. প্রশিকা কোন খাতে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে? (জ্ঞান)
ক নারী উন্নয়ন ● ক্ষুদ্র ব্যবসা
গ প্রাথমিক শিক্ষা ঘ স্বাস্থ্য পরিচর্যা

১৫০. আশা কত সাল থেকে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭১ খ ১৯৭৫ গ ১৯৮৩ ● ১৯৯২

১৫১. আশিক সাহেবের কর্মরত এনজিওটি বর্তমানে আত্মনির্ভর দ্রুত বর্ধমান, সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনি কোন সংস্থায় কর্মরত আছেন। (প্রয়োগ)
● আশা খ ব্র্যাক গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ এসএসএস

১৫২. সর্বনিম্ন ব্যয়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণকারী সংস্থা কোনটি? (জ্ঞান)
ক ব্র্যাক খ প্রশিকা
● আশা ঘ ব্যুরো বাংলাদেশ

১৫৩. বড় বড় শহরের বস্তির দুস্থ মহিলাদের নিয়ে কাজ করে কোন সংস্থা? (জ্ঞান)
ক আশা খ ব্র্যাক
গ টিএমএসএস ● শক্তি ফাউন্ডেশন

১৫৪. শক্তি ফাউন্ডেশন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৫ গ ১৯৮৬ ● ১৯৯২

১৫৫. কোন সংস্থা মহিলাদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে? (জ্ঞান)
ক আশা খ ব্র্যাক
● শক্তি ফাউন্ডেশন ঘ এসএসএস

১৫৬. সমাজের বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মহিলারা কোন সংগঠনের সদস্য? (জ্ঞান)
ক প্রশিকা খ আশা
● ঠেঙ্গামারা মহিলা সমাজসংঘ ঘ ব্র্যাক

১৫৭. টিএমএসএস কত সাল থেকে কাজ করে আসছে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭৫ ● ১৯৮০ গ ১৯৮৫ ঘ ১৯৯২

১৫৮. বিধবা জমেলা বেগমের পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ হলো ০.৩ একর। কোন সংস্থা হতে তিনি ঋণ পেতে পারেন? (প্রয়োগ)
● টিএমএসএস খ ব্যুরো বাংলাদেশ
গ আশা ঘ প্রশিকা

১৫৯. কত একর পর্যন্ত জমির মালিকরা টিএমএসএসের সদস্য হতে পারে? (জ্ঞান)
ক ০.২ খ ০.৩ গ ০.৪ ● ০.৫

১৬০. টেকসই সামাজিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে কোন সংস্থা? (প্রয়োগ)
ক আশা খ প্রশিকা
● এসএসএস ঘ টিএমএসএস

১৬১. কত সালে সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিসেস আত্মপ্রকাশ করে? (জ্ঞান)
ক ১৯৮২ ● ১৯৮৬ গ ১৯৯০ ঘ ১৯৯৪

১৬২. ব্যুরো বাংলাদেশ কতটি জেলায় কাজ করে? (জ্ঞান)
ক ৩৬ ● ৪২ গ ৫২ ঘ ৬২

১৬৩. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যুরো বাংলাদেশ কতটি গ্রামে কাজ করছে? (জ্ঞান)
ক ১১৪৯ খ ৪৪৯৫ ● ৯০২৬ ঘ ৭০,০০০

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৪. ব্র্যাকের উদ্দেশ্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দারিদ্র্য বিমোচন করা
ii. সামাজিক উন্নয়ন করা
iii. দরিদ্রের ক্ষমতায়ন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৫. স্বনির্ভর বাংলাদেশ কাজ করে– (প্রয়োগ)
i. তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে
ii. দুস্থ মহিলাদের উন্নয়নে
iii. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৬. শক্তি ফাউন্ডেশনের কর্ম পরিধি হলো– (অনুধাবন)
i. বড় বড় শহরের বেকারদের ঋণ প্রদান করা
ii. বড় বড় শহরের দুস্থ মহিলাদের ঋণপ্রদান করা
iii. বড় বড় শহরের স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়ন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৭. এসএসএস টেকসই সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অধিকার বঞ্চিতদের দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে
ii. অবহেলিতদের অধিকার আদায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে
iii. দরিদ্রদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৮. ব্যুরো বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যেসব কাজ করে তা হলো– (অনুধাবন)
i. টেকসই গ্রামীণ সঞ্চয় কর্মসূচি পরিচালনা
ii. বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান
iii. ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৯. প্রশিকা প্রথম কাজ শুরু করে– (অনুধাবন)
i. ঢাকা
ii. কুমিল্লা
iii. বরিশাল
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭০. প্রশিকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে– (অনুধাবন)
i. মানুষের আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য
ii. মানুষের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করার জন্য
iii. মহিলাদের অধিকার আদায়ের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭১. ব্যুরো বাংলাদেশের কাজ হলো– (অনুধাবন)
i. ঋণ কর্মসূচি
ii. নারী উন্নয়ন

iii. পরিবার পরিকল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭২ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মর্জিনা বেগম সুনামিতে স্বামী–সন্তান হারিয়ে ঢাকা শহরে এসে বস্তিতে বাস করেন। ভিৰা করে যা পান তা দিয়ে কোনোমতে এক ভাতিজিকে নিয়ে দিনাতিপাত করেন। তিনি একটি দোকান দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

১৭২. মর্জিনা বেগমের মতো মহিলাদের নিয়ে কাজ করে কোন সংস্থা? (প্রয়োগ)
ক আশা খ ব্র্যাক
● শক্তি ফাউন্ডেশন ঘ এসএসএস

১৭৩. উক্ত সংস্থার কাজ হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. ঋণ দান করা
ii. সামাজিক উন্নয়ন করা
iii. স্বাস্থ্য ও ব্যবসার উন্নয়ন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ৯.৫ : দারিদ্র্য ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১০৬

At a Glance

- উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়– দারিদ্র্য।
- ২০১০ সালের জরিপ মতে চরম দারিদ্র্যে দাড়িয়েছে– ১৭.৬।
- বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়– ব্যয় পদ্ধতি দ্বারা।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিকে ভাগ করা হয়েছে– ৫ ভাগে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কর্মসূচির নাম– ভিজিডি।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশিৰণ কর্মসূচি চালায়– বিআরডিবির মাধ্যমে।
- সামাজিক সুরৰা ও সামাজিক ৰমতায়নের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে– ৬৪টি জেলায়।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৪. দারিদ্র্য মানুষের মধ্যে কোনটি সৃষ্টি করে? (উচ্চতর দৰতা)
ক সহনশীলতা খ ধৈর্য
● পরনির্ভরশীলতা ঘ মহানুভবতা

১৭৫. উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় কোনটি? (জ্ঞান)
ক অধিক জনসংখ্যা খ বেকারত্ব
গ এনজিও ● দারিদ্র্য

১৭৬. ২০১০ সালের আয়–ব্যয় জরিপ মতে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার কত শতাংশ? (জ্ঞান)
ক ৫০.১% খ ৪০.০% ● ৩১.৫% ঘ ২৫.৫%

১৭৭. ২০০৫ সালের জরিপ অনুযায়ী কত শতাংশ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে? (জ্ঞান)
ক ৫০% ● ৪০% গ ৩০% ঘ ২০%

১৭৮. বর্তমানে বাংলাদেশে কোন পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়? (জ্ঞান)
● মৌলিক চাহিদা পূরণ ব্যয় পদ্ধতি খ আয় পদ্ধতি
গ উৎপাদন পদ্ধতি ঘ ক্যালরি গ্রহণ ভিত্তিক পদ্ধতি

১৭৯. মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় পদ্ধতি দ্বারা কী পরিমাপ করা হয়? (জ্ঞান)
ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ● দারিদ্র্য
গ মূলধন ঘ সঞ্চয়

১৮০. ১৯৯৫–২০১০ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্য গড় বার্ষিক কত শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে? (জ্ঞান)
ক ৫.৫% খ ৫.২% গ ৩.৭% ● ৩.৩%

১৮১. ১৯৯৫–২০১০ সাল পর্যন্ত চরম দারিদ্র্য গড় বার্ষিক কত শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ৩.৩% খ ৩.৮% ● ৪.৮% ঘ ৫.৮%

১৮২. সামাজিক সুরৰা ও সামাজিক ৰমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতায় মোট কতটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে? (জ্ঞান)
ক ৪৬ খ ৫২ ● ৬৪ ঘ ৭২

১৮৩. সামাজিক সুরৰা ও সামাজিক ৰমতায়নের কার্যক্রমের আওতায় ২০১১–১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কত কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়? (জ্ঞান)
ক ২০,৫৬৫,৫০ খ ২১,৫৭৮,৬০
● ২২,৫৫৬,০৫ ঘ ২৪,৫৬৬,৫০

১৮৪. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহকে কতভাগে ভাগ করা হয়? (জ্ঞান)
ক ৩ খ ৪ ● ৫ ঘ ৬

১৮৫. কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) কর্মসূচি কোন মন্ত্রণালয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। (জ্ঞান)
● খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খ সমাজকল্যাণ
গ স্বরাষ্ট্র ঘ শ্রমকল্যাণ

১৮৬. কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিজিডি কর্মসূচি পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
ক খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ● মহিলা ও শিশু বিষয়ক
গ সমাজকল্যাণ ঘ স্থানীয় সরকার

১৮৭. ভিজিএফ কর্মসূচি কোন মন্ত্রণালয় পরিচালনা করে? (জ্ঞান)
ক মহিলা ও শিশু বিষয়ক খ সমবায়
গ সমাজকল্যাণ ● খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৮. দারিদ্র্যের ফলাফল হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. পরনির্ভরশীল করে তোলে
ii. মানবীয় গুণাবলির বিকাশ করে
iii. উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৯. বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দেশ বলা যায়। কারণ– (অনুধাবন)
i. জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে
ii. গণদারিদ্র্য গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে
iii. কৃষির ওপর নির্ভরশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯০. বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্মসূচি হাতে নিয়েছে– (প্রয়োগ)
i. দরিদ্রদের ধনী করার জন্য
ii. সামাজিক সুরৰা তৈরির জন্য
iii. সামাজিক ৰমতায়নের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯১. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থান করা
ii. মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা
iii. মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্যদের প্রশিৰণ প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯২. সমবায় অধিদপ্তর সমবায় গঠন করে– (অনুধাবন)
i. পেশাজীবীদের স্বাবলম্বী করার জন্য
ii. দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য
iii. ভিজিডি প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৩. পিডিবিএফ–এর উদ্দেশ্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা
ii. নেতৃত্ব বিকাশ সাধন করা
iii. নারীর ৰমতায়ন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৪. দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য খাতে গৃহিত কর্মসূচি হলো– (প্রয়োগ)
i. রেণু ও পোনা উৎপাদন করা
ii. মৎস্য অভয়াশ্রম নির্মাণ করা
iii. মৎস্য গবেষণা কার্যক্রম চালু করা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৫, ১৯৬ ও ১৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
হিরার দাদা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তার সংসারে তার বৃদ্ধ বাবা–মা, স্ত্রী এবং তিন সন্তান রয়েছে। হিরার দাদা সরকার হতে মাসিক ৫০০০ টাকা এবং দাদি মাসিক ৩,০০০ টাকা হারে ভাতা পান।

১৯৫. হিরার দাদা কীসের জন্যে ভাতা পান? (অনুধাবন)
ক বয়স্ক ভাতা ● মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা
গ প্রতিবন্ধী ভাতা ঘ বিধবা ভাতা

১৯৬. হিরার দাদিকে সরকার কেন ভাতা প্রদান করে? (প্রয়োগ)
ক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ● বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে
গ শিশু বলে ঘ প্রতিবন্ধী হিসেবে

১৯৭. সরকার দরিদ্রতা নিরসনে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম
ii. খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম
iii. ভিজিডি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৮ ও ১৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম উন্নয়নের সাথে একমত পোষণ করেছে। এজন্য বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল কর্মসূচি (PRSP) বাস্তবায়নের খসড়া তৈরি করেছে। বাংলাদেশের সরকার এটা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার চারটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছে।

১৯৮. এদেশে দারিদ্র্য নিরসনের কাজ করছে– (প্রয়োগ)
i. বাংলাদেশ সরকার ii. এনজিও
iii. জাতিসংঘ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৯. বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল কর্মসূচি (PRSP) বাস্তবায়নে জাতিসংঘ সাহায্য করার কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক উন্নত দেশ আরও উন্নত হবে
● অনুন্নত দেশ উন্নত হবে
গ উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে বাণিজ্যে প্রসার ঘটবে
ঘ উন্নত দেশ সাহায্য করবে

➲ ৯.৬ : বেকারত্ব ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১০৮

At a Glance

- প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ পায় না তাকে– বেকারত্ব বলে।
- বেকারত্বের প্রকৃতি – তিন ধরনের।
- পেশা পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়– সাময়িক বেকারত্ব।
- বেকার সমস্যা সমাধান করতে প্রয়োজন– কৃষি ও অকৃষিখাতের উন্নয়ন।
- গ্রামীণ অর্ধশিক্ষিত বেকারদের– ভোকেশনাল ট্রেনিং দিতে হবে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০০. বাংলাদেশে কয় ধরনের বেকার দেখা যায়? (জ্ঞান)
● ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

২০১. আমন ধান বপনের পর আমানের হাতে কোনো কাজ নেই। তাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
● মৌসুমি বেকার খ প্রচ্ছন্ন বেকার
গ স্থায়ী বেকার ঘ সাময়িক বেকার

২০২. একজন বেকারের মধ্যে কয়টি বৈশিষ্ট্য থাকে? (জ্ঞান)
ক ২ খ ৩ ● ৪ ঘ ৫

২০৩. কোন খাতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব দেখা যায়? (জ্ঞান)
ক শিল্প খ পর্যটন গ বাণিজ্য ● কৃষি

২০৪. রহমান মোল্লা একাই তার জমি চাষাবাদ করতে পারলেও তার দুই ভাইও তার সাথে মাঠে কাজ করে। তার দুই ভাইকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
ক মৌসুমি বেকার খ স্থায়ী বেকার
গ সাময়িক বেকার ● প্রচ্ছন্ন বেকার

২০৫. কোন বেকারদের আপাতদৃষ্টিতে বেকার মনে হয় না? (জ্ঞান)
ক মৌসুমি বেকার ● প্রচ্ছন্ন বেকার
গ স্থায়ী বেকার ঘ নারী বেকার

২০৬. পেশা পরিবর্তনের কারণে যে বেকারত্ব তৈরি হয় থাকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ক ছদ্মবেশী খ মৌসুমি ● সাময়িক ঘ প্রচ্ছন্ন

২০৭. অনুন্নত দেশে কৃষি ব্যবস্থায় কোন বেকারত্ব বিদ্যমান? (জ্ঞান)
ক স্থায়ী ● ছদ্মবেশী গ নারী ঘ বয়স্ক

২০৮. কৃষিখাতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব দূর করার উপায় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা
খ বেশি মূলধন বিনিয়োগ করা
● শিল্পখাতে কৃষিখাতের চেয়ে অধিক মজুরি প্রদান করা
ঘ কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা

২০৯. কৃষিখাত থেকে কাদেরকে শিল্পখাতে স্থানান্তর করা দরকার? (অনুধাবন)
ক অদক্ষদের খ বয়স্কদের
গ ভূমিহীনদের ● উদ্বৃত্ত বেকারদের

২১০. উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব নিরসনে প্রথম কোনটি জরুরি (উচ্চতর দক্ষতা)
ক কৃষিতে অধিক বিনিয়োগ খ কৃষির যান্ত্রিকীকরণ
● শিল্পোন্নয়ন ঘ নগরায়ন

২১১. শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
● যান্ত্রিক কৌশলগত উন্নয়নের মাধ্যমে
খ উন্নত পরিবেশ প্রদানের মাধ্যমে
গ বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে
ঘ উন্নত আবাসিক সুবিধার মাধ্যমে

২১২. একটি দেশের কী বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পায়? (অনুধাবন)
ক জনসংখ্যা খ আয়
গ মুনাফা ● প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা

২১৩. গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করার সহজ উপায় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বৃহৎ শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করা খ বেকারদের শহরে স্থানান্তর করা
গ ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ করা ● কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠা করা

২১৪. বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রের মৌসুমি বেকারত্ব দূর করার উপায় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক মূলধন বিনিয়োগ করা
খ কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা
গ সামাজিক কর্মসূচি পরিচালনা করা
● কৃষি জমিতে বহু ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা

২১৫. উন্নয়নশীল দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কোন শিক্ষার সম্প্রসারণ করতে হবে? (প্রয়োগ)
ক বাণিজ্য খ বিজ্ঞান ● কারিগরি ঘ তত্ত্বনির্ভর

২১৬. জোয়াদ্দার সাহেব গ্রামে হারানো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন। তাঁর চেষ্টা সফল হলে গ্রামটিতে কী পরিবর্তন আসবে? (প্রয়োগ)
ক সবাই ধনী হবে খ জনসংখ্যা হ্রাস পাবে
গ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে ● বেকারত্ব হ্রাস পাবে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৭. একজন বেকারের বৈশিষ্ট্য হলো– (প্রয়োগ)
i. মজুরিভিত্তিক কোনো কাজ না পাওয়া
ii. আয়–উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকা
iii. আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভোগা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৮. একজন প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারের বৈশিষ্ট্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য
ii. আপাত দৃষ্টিতে বেকার নয়
iii. বছরের দুই–তৃতীয়াংশ সময় বেকার থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৯. ছদ্মবেশী বেকারত্ব দূর করা সম্ভব– (প্রয়োগ)
i. শিল্পখাতের বিকাশের মাধ্যমে
ii. কৃষিকাজের ৰেত্রকে সংকোচনের মাধ্যমে
iii. শিল্প শ্রমিকদের বেশি মজুরি প্রদানের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২০. গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করার উপায় হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা
ii. কৃষি জমিতে বহু ফসল উৎপাদন
iii. ফসল বহির্ভূত চাষাবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২১. শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়– (প্রয়োগ)
i. শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে
ii. শিল্পের যান্ত্রিক কৌশলগত উন্নয়নের মাধ্যমে
iii. শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২২. কৃষিভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে– (উচ্চতর দৰতা)
i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে
ii. মূলধনের বিনিয়োগ বাড়বে
iii. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৩ ও ২২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
করিম মিয়ার ২ একর জমি আছে। তিনি একাই জমিটুকু চাষাবাদ করেন। তার দুই ছেলে লেখাপড়া শেষ না করায় বড় হয়ে তার সাথেই মাঠে কাজ করেন।

২২৩. অনুচ্ছেদের করিম মিয়ার দুই ছেলে কী ধরনের বেকার? (প্রয়োগ)
ক স্থায়ী খ মৌসুমি ● ছদ্মবেশী ঘ নয়া

২২৪. তাদের মতো বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দৰতা)
i. শিল্পখাতের বৈপৰবিক পরিবর্তন করা
ii. পর্যাপ্ত প্রশিৰণ ও ঋণ সুবিধা দেওয়া
iii. কৃষি শ্রমিকের চেয়ে শিল্প শ্রমিককে বেতন বেশি দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৫ ও ২২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
এখন বর্ষাকাল, গ্রামের কারো হাতে কাজ নেই। সবাই জমিতে ধান লাগিয়ে অবসর পেয়েছে। এ সময় টানা দুই মাস সবাই চেয়ারম্যানের কাচারি বাড়িতে গিয়ে তাস আর লুডু খেলে সময় কাটায়।

২২৫. অনুচ্ছেদের লোকগুলো কী ধরনের বেকার? (প্রয়োগ)
● মৌসুমি খ ছদ্মবেশী গ স্থায়ী ঘ বয়স্ক

২২৬. অনুচ্ছেদের লোকদের বেকারত্ব দূর করার উপায় হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. ফসল বহির্ভূত চাষাবাদ করা
ii. কৃষি জমিতে বহু ফসল উৎপাদন করা
iii. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ৯.৭ : মানবসম্পদ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১১০

At a Glance

- জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিৰা ও দৰতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত হয় তখন তাদেরকে– মানবসম্পদ বলে।
- প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজন– দৰ মানবশক্তি।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন– কর্মমুখী শিৰা।
- জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে দরকার– সুষম খাদ্য ও পুষ্টি।
- মানুষের কর্মৰমতা বৃদ্ধি করে– স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ বাসস্থান।
- জনগণের কর্মদৰতা ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য দরকার– মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরৰত্বপূর্ণ উপাদান হলো– দৰ মানবসম্পদ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৭. কোনটির ভিত্তিতে মানবসম্পদ বিচার করা হয়? (জ্ঞান)
● শিৰা ও দৰতার খ আদর্শ ও মূল্যবোধের
গ অর্থবিত্তের ঘ নৈতিকতা ও সামাজিক অবস্থানের

২২৮. ভূমি কী ধরনের সম্পদ? (জ্ঞান)
● বস্তুগত খ অবস্তুগত গ মানব ঘ চিরন্তন

২২৯. জনসংখ্যাকে কীভাবে কর্মৰম ও দৰ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়? (উচ্চতর দৰতা)
ক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে খ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
● শিৰার সম্প্রসারণের মাধ্যমে ঘ উন্নত চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে

২৩০. ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য কোনটি? (জ্ঞান)
ক চিকিৎসা খ খাদ্য গ প্রবৃদ্ধি ● শিৰা

২৩১. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন শিৰার প্রসার করা জরুরি? (জ্ঞান)
ক বিজ্ঞান খ বাণিজ্য গ পাশ্চাত্য ● কর্মমুখী

২৩২. কোনটির মাধ্যমে একজন ব্যক্তির উৎপাদন ৰমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা যায়। (অনুধাবন)
ক খাদ্য খ চিকিৎসা গ পরিকল্পনা ● শিৰা

২৩৩. মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য কোনটি জরুরি? (জ্ঞান)
ক চিকিৎসা খ বাসস্থান ● প্রশিৰণ ঘ নৈতিক শিৰা

২৩৪. 'ক' একটি অনুন্নত দেশ। দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোনটি উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে? (প্রয়োগ)
ক কৃষির খ প্রাকৃতিক সম্পদের
গ বৈদেশিক বাণিজ্যের ● মানবসম্পদের

২৩৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরৰত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি? (জ্ঞান)
ক অর্থ খ মূল্যবোধ ● মানবসম্পদ ঘ কৃষি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩৬. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিৰাৰেত্রে প্রবর্তন করতে হবে– (উচ্চতর দৰতা)
i. কারিগরি শিৰা ii. কর্মমুখী শিৰা
iii. অর্থনৈতিক শিৰা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩৭. নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রয়োজন– (প্রয়োগ)
i. কর্মমুখী শিৰাদান করা ii. ৰমতায়ন করা
iii. প্রশিৰণ প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন– (প্রয়োগ)
i. মানবসম্পদ উন্নয়ন ii. কর্মমুখী শিৰা ও প্রশিৰণ উন্নয়ন
iii. সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩৯. দুর্বল ও কর্মবিমুখ জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজন– (প্রয়োগ)
i. চিকিৎসার সুযোগ–সুবিধা দেওয়া
ii. জাতীয় কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা দেওয়া
iii. কর্মমুখী প্রশিৰণ প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪০ ও ২৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মফিজ, আবুল ও মোখলেছ তিন ভাই সারাদিন চায়ের দোকানে বসে থাকে। বাবার রেখে যাওয়া জমি বিক্রি করে তারা সংসার চালায়। এলাকার খুব কম লোকই দেখেছে তাদের কোনো কাজ করতে।

২৪০. অনুচ্ছেদের লোকদের বেকার বলা যাবে না কেন? (প্রয়োগ)
ক কাজ করতে সৰম নয় বলে ● কাজ করতে ইচ্ছুক নয় বলে
গ কাজ পায় না বলে ঘ আর্থিক সংকট নেই বলে

২৪১. উক্ত ব্যক্তিত্রয়কে মানবসম্পদে রূপান্তরের উপায় হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. কর্মমুখী প্রশিৰণ প্রদান করা

ii. সুষ্ঠু পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা
iii. উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখানো
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

■ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪২. অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি কোবান করার উপায় হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা
ii. কৃষি উৎপাদন বন্ধ করা
iii. পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৩. উন্নত দেশে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের– (অনুধাবন)
i. সুষ্ঠু বণ্টন হয় ii. সুষ্ঠু ব্যবহার হয়
iii. সুষ্ঠু সংরৰণ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৪. অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হওয়ায় এখানে প্রকটভাবে পরিলৰিত হয়– (অনুধাবন)
i. ছদ্মবেশী বেকারত্ব ii. মৌসুমি বেকারত্ব
iii. শিৰিত বেকারত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৫. বাংলাদেশ প্রতিকূল বাণিজ্য শর্তের সম্মুখীন হওয়ার কারণ হলো– (অনুধাবন)
i. বৈদেশিক বাণিজ্যের নানা শর্ত ii. উন্নত দেশের অসম প্রতিযোগিতা
iii. উন্নত ঋণদানের কঠিন শর্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪৬ ও ২৪৭ নং প্রশ্নোত্তর দাও :
দেশটিতে নানারকম সমস্যা রয়েছে। যেমন : অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, অধিক জনসংখ্যা প্রভৃতি। বর্তমানে সেখানে বেকার জনসংখ্যা প্রায় ২.৫ মিলিয়ন, শিৰার হার ৫৭.৯। এছাড়াও দেশটিতে রয়েছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা।

২৪৬. দেশটি কোন ধরনের দেশ? (প্রয়োগ)
ⓚ উন্নত ● উন্নয়নশীল ⓖ অনুন্নত ⓘ বেশি অনুন্নত

২৪৭. দেশটি দেশি–বিদেশি বিনিয়োগের জন্য প্রতিকূল হওয়ার কারণ– (উচ্চতর দৰতা)
i. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ii. উদ্যোক্তারা ঝুঁকি মাত্রায় ভোগে
iii. বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ছদ্মবেশী বেকারত্ব ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

শাহী তার কৃষি জমিতে বছরে প্রায় ২৫ মন ধান উৎপাদন করতে পারে। তার বড় ছেলে জাফর অন্য কোনো কাজ না পেয়ে তার সাথেই ধান উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হয়। কিন্তু তাতে উৎপাদনের পরিমাণ একই থেকে যায়। তাই জাফর যুব উন্নয়ন প্রশিৰণ কেন্দ্র থেকে প্রশিৰণ নিয়ে একটি গরৰর খামার স্থাপন করে। সে খামারে আরও পাঁচ জন লোক নিয়োগ দেয়। [স. বো. '১৫]

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী? ১
খ. মৌসুমি বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জাফরের প্রথম দিকের বেকারত্বের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জাফরের পরবর্তী কার্যক্রমটি দেশের অর্থনীতিতে গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সৰম– বিশেৱষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে এমন একটি চলমান গতিধারাকে বোঝায় যা কতগুলো শক্তির সংযোগ (যেমন : উৎপাদন, জাতীয় আয়, ভোগ, বিনিয়োগ, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি প্রভৃতি), যার ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

খ প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে মৌসুমি বেকারত্ব হয়। যেমন : ফসল বপন ও কর্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গ্রামীণ শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক বা গ্রামীণ শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় সে সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলে। আর তার বেকারত্বের প্রকৃতি হচ্ছে মৌসুমি বেকারত্ব।

গ জাফরের প্রথম দিকের বেকারত্ব প্রকৃতির দিক থেকে ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব হলো সেই অবস্থা যেখানে শ্রমিক আপাত দৃষ্টিতে কাজ করছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। কৃষিখাতে আপাত দৃষ্টিতে অনেক লোক কাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপৰে কৃষিকাজে নিযুক্ত ঐসব লোকের মধ্যে অনেকেরই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য বিশিষ্ট লোককে প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলে। যেমন : উদ্দীপকের শাহী তার কৃষি জমিতে বছরে প্রায় ২৫ মন ধান উৎপাদন করতে পারে। তার বড় ছেলে জাফর অন্য কোনো কাজ না পেয়ে তার সাথেই ধান উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হয়। কিন্তু তাতে উৎপাদনের পরিমাণ একই থেকে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে জাফরের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। এর কারণ হলো দুইজন লোক একজনের কাজকে ভাগ করে নিচ্ছে। সুতরাং জাফরকে প্রচ্ছন্ন বেকার বলে অভিহিত করা যায়। আর তার এই বেকারত্বের প্রকৃতিকে অর্থনীতিতে ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলা হয়।

ঘ জাফরের পরবর্তী কার্যক্রমটি দেশের মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে, বেকারত্ব দূর করে অর্থনীতিতে গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদের গুরৰত্ব খুব বেশি। উন্নয়ন ও প্রযুক্তির প্রতিটি ৰেত্রে প্রয়োজন মানবসম্পদের। দৰ ও প্রশিৰিত মানবসম্পদের মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। কাজেই উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশের জন্য উন্নয়নের প্রতিটি ৰেত্রে মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরৰত্ব রয়েছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দৰ মানব শক্তির যোগান থাকা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তুগত সম্পদ ও মানবসম্পদ এ দুটিই জরৰরি। উপযুক্ত শিৰা, প্রশিৰণ, মানুষের কর্মৰমতা ও দৰতা বৃদ্ধি করে মানবসম্পদে উন্নয়ন ঘটায়। দৰ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরৰত্বপূর্ণ উপাদান। প্রশিৰিত দেশের জনবল অধিক উৎপাদন সৰম। প্রশিৰণবিহীন শিৰিত মানুষের গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রশিৰণ জরৰরি। প্রশিৰিত শ্রমশক্তিকে অধিক প্রযুক্তিগত কর্মে প্রয়োগ করলে তা থেকে প্রাপ্তি অনেক বেশি হয়। তাছাড়া প্রশিৰিত লোক কোনো কাজের ৰেত্রে দ্রুত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো ফলাফল দিতে পারে। যেমন উদ্দীপকে জাফর যুব উন্নয়ন প্রশিৰণ কেন্দ্র থেকে প্রশিৰণ নিয়ে একটি গরৰর খামার স্থাপন করেছে। ফলে সে নিজের ছদ্মবেশী বেকারত্ব দূর করেছে। উপরন্তু কৃষিভিত্তিক খামার তথা গরৰর খামার স্থাপন

করে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়েছে। আবার তার খামারে পাঁচজন লোক নিয়োগ দিয়েছে, তথা জাফর কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি করেছে। এভাবে সে আমাদের দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি উদ্দীপকের জাফরের পরবর্তী কার্যক্রম তথা মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষিভিত্তিক খামার স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরীকরণ দেশের অর্থনীতিতে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সৰম।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২ ▸▸ উন্নত ও অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য

সোমালিয়ার অধিবাসী তাকতাদির। তার দেশে সবসময় গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকে। পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে তা কাজে লাগানো যায় না। অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। তার বাবা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ আমেরিকার জনগণ কঠোর পরিশ্রমী। সেখানে তার দেশের মতো অস্থিরতা বিরাজ করে না বরং সবকিছু কেমন যেন উন্নয়নবান্ধব।

ক. অনুন্নত দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান খাত কী? ১
খ. বাংলাদেশে উদ্যোক্তার অভাব পরিলৰিত হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের তাকতাদিরের দেশটি কী ধরনের দেশ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তাকতাদিরের দেশটিকে তার বর্তমানে বসবাসরত দেশটির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয় নির্দেশ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নত দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান খাত হলো কৃষি।

খ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার জন্য বাংলাদেশে উদ্যোক্তার অভাব পরিলৰিত হয়। তৃতীয় দেশের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। ফলে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করলে বিরাট ঝুঁকি থেকেই যায়। তাছাড়া কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিরতা উদ্যোক্তাদের ৰতির হুমকিস্বরূপ। সর্বোপরি বাংলাদেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ না থাকায় উদ্যোক্তাশ্রেণি এগিয়ে আসে না।

গ উদ্দীপকের তাকতাদিরের দেশটি একটি অনুন্নত দেশ। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়। এ ধরনের দেশ সাধারণত কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র এসব দেশে ক্রিয়াশীল থাকে। দৰ জনশক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত থাকে। উদ্দীপকে তাকতাদিরের মাতৃভূমি সোমালিয়া এমনই একটি অনুন্নত দেশ। তাকতাদিরের দেশ সোমালিয়া অন্যান্য অনুন্নত দেশের মতো কৃষির ওপর নির্ভরশীল। প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে দেশটি তার প্রাকৃতিক সম্পদকে সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। আবার দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতাও রয়েছে। গৃহযুদ্ধের কারণে দেশটিতে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে নিরবৎসাহিত হয়। ফলে উৎপাদন, জনগণের মাথাপিছু আয়, সঞ্চয় কম। এক কথায় সোমালিয়াতে একটি অনুন্নত দেশের সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান আছে। তাই সার্বিক বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, তাকতাদিরের দেশটি একটি অনুন্নত দেশ।

ঘ তাকতাদিরের দেশ সোমালিয়াকে তারা বর্তমানে বসবাসরত আমেরিকার মতো উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং দৰ জনশক্তি গঠন করা প্রয়োজন। একটি অনুন্নত দেশ উন্নত দেশে রূপান্তরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করতে হয়। এজন্য দেশটির জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত করতে হয়। এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত জরবরি। উদ্দীপকের সোমালিয়ার ৰেত্রে একথা প্রযোজ্য। তাকাতাদির বর্তমানে উন্নত দেশ আমেরিকায় বসবাস করছে। তার মাতৃভূমি সোমালিয়াকে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য তার দেশের সরকারকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাসহ অবকাঠামা উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে হবে। গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে হবে। ফলে দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি হবে এবং উদ্যোক্তা বিনিয়োগে উৎসাহী হবে। কারিগরি ও কর্মমুখী শিৰার প্রসার ঘটিয়ে জনসংখ্যাকে জনসম্পদের পরিণত করতে হবে। তাহলে তারা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবে। ফলে সোমালিয়াও একসময় আমেরিকার মতো উন্নত দেশ হয়ে উঠবে। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের সোমালিয়াকে উন্নত দেশ করার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য

মালয়েশিয়া এশিয়ার অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। মাত্র ৫০ বছর আগেও দেশটি অনুন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় দেশটিতে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে। শিল্পনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলধন গঠন হচ্ছে এবং উদ্যোক্তাশ্রেণি প্রচুর বিনিয়োগ করছে। বর্তমানে তাদের আমদানির চেয়ে রপ্তানি অনেক বেশি।

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত কী? ১
খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের দেশটির অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈসাদৃশ্য ব্যখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দেশ বাংলাদেশের জন্য আদর্শ মডেল–বিশেরষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হলো মূলধন গঠন।

খ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে একটি অনুন্নত দেশের দারিদ্র্যের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াকে বোঝায়। অনুন্নত দেশে কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হলে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগও কম হয়। ফলে উৎপাদন কম হয়। এভাবে অনুন্নত দেশ ক্রমাগত দরিদ্র থাকে। আর অনুন্নত দেশের বিরাজমান এ চক্রকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মালয়েশিয়া একটি উন্নত দেশ আর বাংলাদেশ হলো একটি উন্নয়নশীল দেশ। তাই উভয়ের অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে। উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য হলো ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, উচ্চ মূলধন গঠনের হার, দৰ জনশক্তি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পৰান্তরে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা, মাথাপিছু আয় স্বল্পতা, প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য পরিলৰিত হয়। উদ্দীপকের মালয়েশিয়ার অর্থনীতি শিল্পের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি কম উৎপাদনশীল কৃষিখাতের ওপর নির্ভরশীল। মালয়েশিয়াতে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র পরিলৰিত হয়নি। সেখানে জনগণের আয়, সঞ্চয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ অনেক বেশি। পৰান্তরে বাংলাদেশে জনগণের আয়, সঞ্চয়, মূলধন গঠনের হার কম হওয়ায় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বিদ্যমান। মালয়েশিয়াতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করায় উদ্যোক্তাশ্রেণি বিনিয়োগে উৎসাহী হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার জন্য উদ্যোক্তাশ্রেণি

বিনিয়োগে আগ্রহ দেখায় না। সুতরাং মালয়েশিয়ার উন্নত অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির গুরবত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ অতি অল্পসময়ের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে রূ পান্তরিত হওয়ায় মালয়েশিয়া বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটির অর্থনীতি পুরোপুরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশটিতে বেকারত্বে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, জনসংখ্যাধিক্য প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুল ব্যবহার, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যবস্থা, বাণিজ্য ঘাটতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলৰিত হয়। এমতাবস্থায় দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকের মালয়েশিয়ার গৃহীত পদৰেপগুলো কার্যকর হতে পারে। বর্তমানে এশিয়ার অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি মালয়েশিয়া ৫০ বছর আগেও বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ছিল। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা আজ উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ যদি তাদের অনুসরণ করে পরিকল্পনা করে তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। মালয়েশিয়ার মতো বাংলাদেশ শিল্পনির্ভর হলে অর্থনীতি চাকা সচল হবে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য বাংলাদেশকে মালয়েশিয়ার মতো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে হবে, তবে বিনিয়োগ যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি মাথাপিছু আয়, সঞ্চয় ও মূলধন গঠনও বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজতর হবে। একসময় বাংলাদেশও মালয়েশিয়ার মত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের উচিত মালয়েশিয়ার মতো দেশকে অনুসরণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ দারিদ্রতা নিরসনে গৃহীত কার্যক্রম

মোহনপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। বছরের একটি বড় সময় তারা বেকার থাকে বলে অতি কষ্টে তাদের দিনাতিপাত করতে হয়। দারিদ্র্যকে সাথে নিয়েই এ গ্রামবাসী বংশপরম্পরায় জীবনযাপন করছে। প্রতিবছর বন্যার সময় এদের অবস্থা আরো করবণ হয়ে যায়। বিশেষ করে বয়স্ক দরিদ্র্য, দুস্থ মহিলা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তাদের কষ্টের সীমা থাকে না।

ক. ব্র্যাকের পূর্ণরূ প কী? ১
খ. ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের গ্রামবাসীর দারিদ্র্য বিমোচনে কোন এনজিও গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অসহায় মানুষগুলোর জন্য বাংলাদেশ সরকার নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে– বিশেরষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাকের পূর্ণরূ প হলো– Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)।

খ ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য বলতে অনুন্নত দেশসমূহের প্রতিকূল ভারসাম্যের বাণিজ্যকে বোঝায়। অনুন্নত দেশসমূহ শিল্পে উন্নত না থাকায় কৃষিজাত পণ্য, কাঁচামাল, প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। যেসব কৃষিপণ্য উপকরণ হিসেবে তারা কম দামে রপ্তানি করে সেই কৃষিপণ্য শিল্পপণ্যে রূ পান্তরিত হয়ে অধিক মূল্যে এসব দেশে আমদানি করা হয়। ফলে এসব দেশের বাণিজ্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে। আর অনুন্নত দেশসমূহে বাণিজ্যের এ অবস্থাকে ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মোহনপুর গ্রামবাসীর দারিদ্র্যবিমোচনে 'প্রশিকা' গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় ৩১.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এসব মানুষের দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য যেসব এনজিও কাজ করছে তাদের মধ্যে প্রশিকা অন্যতম। প্রশিকা সমিতির সদস্যদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লব্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় কৃষি, সেচ, পশুপালন, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, বসতবাড়িতে বাগান, বীজ উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি খাতে মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। উদ্দীপকের গ্রামবাসীর জন্য এনজিওটি ভূমিকা রাখতে পারে। উদ্দীপকের গ্রামবাসী চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। অধিকাংশ সময় বেকার থাকায় তাদের জীবনে দারিদ্র্যের কষাঘাত নেমে আসে। এমতাবস্থায় প্রশিকা যদি তাদের উলিৱখিত খাতে ক্ষুদ্রঋণ দেয় তবে তারা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। এতে আয় যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং 'প্রশিকা' উদ্দীপকের গ্রামবাসীর দারিদ্র্যদূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের দরিদ্র, দুস্থ মহিলা, বয়স্ক দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর নানা কর্মসূচি হাতে নেয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করে। এসব দরিদ্র ও অসহায়দের বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। উদ্দীপকের গ্রামবাসীর হাতে কাজ না থাকায় তারা কষ্টে আছে। এদের জন্য সরকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি, ভিজিএফ ইত্যাদি খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। পশুসম্পদ খাতে, মৎস্য খাতে বাংলাদেশ সরকার অর্থ সাহায্য করে কর্মসংস্থানের লব্যে। এতে উক্ত গ্রামবাসীর বেকারত্ব দূর হতে পারে। তাছাড়া উদ্দীপকের গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ৩০০ টাকা প্রদান করা হয়। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের জন্য মাসিক ৩০০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা আছে। উদ্দীপকের গ্রামবাসীকে যদি বাংলাদেশ সরকারের এসব কর্মসূচির আওতায় আনা হয় তবে তাদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হবে। আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের অসহায় দরিদ্রদের জন্য বাংলাদেশ সরকার নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ বেকারত্বের প্রকৃতি ও বেকারত্ব নিরসন

মহব্বত মিয়ার ৩ বিঘা জমি আছে। তিনি একাই এ জমিতে চাষাবাদ করে তিন ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে দিনাতিপাত করেন। তিন ছেলেরাও এখন বড় হয়েছে। তারা লেখাপড়া শেষ না করায় কোনো কাজ পায় না। তারা এখন বাবার সাথে মাঠে কাজ করে।

ক. বেকার কে? ১
খ. মানবসম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের মহব্বত মিয়ার তিন ছেলেদের মধ্যে কোন ধরনের বেকারত্ব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিল্পায়নের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিদের বেকারত্ব দূর করা সম্ভব– বিশেরষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও কাজ পায় না, সে–ই বেকার।

খ মানবসম্পদ বলতে জনসংখ্যার সেই অংশকে বোঝায় যে অংশ শিৰা ও দৰতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয়। একটি দেশের মোট জনসংখ্যার সবাই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। একটি অংশ উপযুক্ত শিৰা, প্রশিৰণ, স্বাস্থ্যসম্মত, বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি মাধ্যমে দৰ ও কর্মঠ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলে এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখে। জনসংখ্যার এ দৰ ও শিৰিত শ্রমশক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মহব্বত মিয়ার তিন ছেলের মধ্যে ছদ্মবেশী বেকারত্ব রয়েছে। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্যবিশিষ্ট লোকদের অবস্থাকে

ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলা হয়। কৃষিখাতে এ ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। যেমন– একজন চাষি যে কাজ করতে পারে তা যদি দুইজনে মিলে করে তবে পরবর্তী ব্যক্তি ছদ্মবেশী বেকার হিসেবে পরিগণিত হয়। উদ্দীপকের মহব্বত মিয়ার তিন ছেলে এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মহব্বত মিয়ার ছেলে তার সাথে মাঠে চাষাবাদ করে। কিন্তু তারা চারজনে যে কাজ করছে তা আগে মহব্বত মিয়া একাই করত। এখন কাজ করার লোক বাড়লেও উৎপাদন বাড়েনি। অর্থাৎ মহব্বত মিয়া আগে যে ফসল উৎপাদন করতেন, এখন তিন ছেলেকে সাথে নিয়ে একই পরিমাণ ফসল উৎপাদন করছেন। এক্ষেত্রে তার ছেলেদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। তাই মহব্বত মিয়ার ছেলেদের ছদ্মবেশী বেকার হিসেবে অভিহিত করা যায়।

ঘ শিল্পায়নের মাধ্যমে উদ্দীপকের মহব্বত মিয়ার তিন ছেলেদের মতো ছদ্মবেশী বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। শিল্পের প্রসার ঘটাকে শিল্পায়ন বলা হয়। শিল্পায়নের ফলে দেশে প্রচুর কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কারখানায় প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং বেতনও কৃষিশ্রমিকের চেয়ে বেশি হয়। ফলে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত উদ্বৃত্ত শ্রমিক শিল্প কারখানায় যোগ দেয়। এভাবে কৃষি ক্ষেত্রের ছদ্মবেশী বেকারত্বের সমস্যা সমাধান করা যায়। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশের কৃষিতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান। উদ্দীপকের মহব্বত মিয়ার ছেলেরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দেশে শিল্পায়ন ঘটানো জরুরি। শিল্প কারখানায় প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। আবার কৃষির তুলনায় বেতনও বেশি হয়।ফলে মহব্বত মিয়ার তিন ছেলের মতো প্রচ্ছন বা ছদ্মবেশী বেকাররা বেশি বেতনের জন্য শিল্প কারখানায় যোগ দেবে। ফলে কৃষিখাত থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমিক শিল্পখাতে স্থানান্তর হবে। উপরিউক্ত আলোচনায় বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষিখাতের ছদ্মবেশী বেকারত্বের সমস্যা সমাধান করার জন্য শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

প্রশ্ন– ৬ বেকারত্বের প্রকৃতি ও বেকারত্ব নিরসন

প্রায় প্রতিদিনই রইমুদ্দিন ও কলিমুদ্দিনকে একসাথে বসে গল্প করতে দেখা যায়। এখন তাদের অবসর। ক'দিন আগে তারা জমি থেকে চৈতালি ফসল ঘরে তুলেছে। ক'দিন পর আবার জমিতে ধান লাগানো লাগবে। মধ্যের দুই মাস তারা সুখ–দুঃখের গল্প করে কাটিয়ে দেয়।

ক. এসএসএস কী? ১
খ. বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ব্যক্তিদ্বয় কী ধরনের বেকার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তাদের বেকারত্ব কীভাবে দূর করা সম্ভব বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এসএসএস হলো একটি এনজিও।

খ বাংলাদেশের বৃহৎ জনসংখ্যাকে বৃহৎ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার। বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি কিন্তু দক্ষ জনশক্তির অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যাশামাফিক হচ্ছে না। এমতাবস্থায় কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটলে মানুষ দক্ষ হয়ে উঠবে এবং উন্নয়ন সহজতর হবে। তাই কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন জরুরি।

গ উদ্দীপকের ব্যক্তিদ্বয় মৌসুমি বেকার। যারা সারা বছরের জন্য বেকার না হয়ে অল্প কিছু সময়ের জন্য বেকার হয় তাদের মৌসুমি বেকার বলা হয়। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় সে সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলা হয়। উদ্দীপকের রইমুদ্দিন ও কলিমুদ্দিন এরকমই মৌসুমি বেকার। উদ্দীপকের রইমুদ্দিন ও কলিমুদ্দিনের হাতে সবসময় কাজ থাকে না। বছরের একটি বড় অংশ তাদের অবসর সময় কাটাতে হয়। যেমন চৈতালি ফসল ঘরে তোলার পর তাদের হাতে দুই মাস কোনো কাজ থাকে না। এ সময় তারা গল্প করে কাটিয়ে দেয়। পরবর্তী ফসলের মৌসুম না আসা পর্যন্ত তারা বেকার। সুতরাং সার্বিক বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায় উদ্দীপকের রইমুদ্দিন ও কলিমুদ্দিন মৌসুমি বেকারত্বের শিকার।

ঘ উদ্দীপকের রইমুদ্দিন ও কলিমুদ্দিনের মতো মৌসুমি বেকারদের বেকারত্ব দূর করার জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ, জমিতে বহু ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা চালু এবং ফসল বহির্ভূত চাষাবাদ প্রবর্তন ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। মৌসুমি বেকাররা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় কাজ ছাড়া থাকে। বিশেষ করে ফসল বপন ও কর্তন ব্যতীত অন্যান্য সময়ে তাদের কোনো কাজ থাকে না। তাই তাদের এ খণ্ডকালীন বেকারত্ব দূর করার জন্য সহযোগী পেশার ব্যবস্থা করতে হবে। কলিমুদ্দিন ও রইমুদ্দিনের মতো বেকারদের সমস্যা সমাধানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন একটি সমাধান হতে পারে। এক্ষেত্রে বছরের যে সময় তাদের হাতে কাজ থাকে না তখন তারা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কর্মরত থাকতে পারে। আবার বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় মৌসুমি ফসল ব্যতীত মাঝখানে অন্য ফসল উৎপাদন বা কৃষি জমিতে একটি ফসল উত্তোলনের পর অন্য ফসল করার উদ্যোগ নিলে তারা বেকার থাকবে না। তাছাড়া তারা ফসল বহির্ভূত চাষাবাদ যেমন মৎস্য চাষ, হাস–মুরগির পালন ইত্যাদি উদ্যোগ নিতে পারে। এতে তাদের সহযোগী পেশার সৃষ্টি হবে এবং তাদের মৌসুমি বেকারত্ব দূর হবে। পরিশেষে বলা যায়, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, জমিতে বহু ফসল উৎপাদন কিংবা ফসল বহির্ভূত চাষাবাদের মাধ্যমে রইমুদ্দিন ও কলিমদ্দিনের মতো বেকারদের বেকারত্ব দূর করা সম্ভব।

প্রশ্ন– ৭ মৌসুমি বেকার ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

অষ্টম শ্রেণি পাস সোহান মণ্ডল রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালান। বর্ষার মৌসুমে কাজ না থাকায় তাকে বিপদে পড়তে হয়। এ বছর তিনি অবসর সময়ে বাড়ির নিকটবর্তী লালপুর সরকারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ইলেকট্রনিক্সের কাজের ওপর একটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এখন তিনি রাজমিস্ত্রির কাজের পাশাপাশি বাড়িতে বাড়িতে ইলেকট্রিক কাজ করেন। তার মতো অনেকেই এই ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছেন।

ক. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১
খ. উদ্যোক্তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় কেন? ২
গ. সোহান মণ্ডল পূর্বে কী ধরনের বেকার ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মানবসম্পদ উন্নয়নে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাক ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তাশ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে তাদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়। যারা নতুন নতুন ধারণা নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের উদ্যোক্তা বলা হয়। তারাই নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করে ঝুঁকি নেয়। তাদের সফলতার মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। তারা বৃহৎ মূলধন বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনীতিকে সচল করে। তাই তাদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়।

গ সোহান মণ্ডল পূর্বে মৌসুমি বেকার ছিল। যারা বছরের কিছু সময় কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তাদের মৌসুমি বেকার বলা হয়। এ ধরনের বেকাররা কোনো কোনো পেশায় নিয়োজিত থাকে। কিন্তু বছরের একটি সময় ঐ কাজ আর থাকে না। তখন তারা ঐ সময়ের জন্য মৌসুমি বেকার হিসেবে জীবনযাপন করে। উদ্দীপকের সোহান

মণ্ডল পূর্বে এ ধরনের মৌসুমি বেকার ছিল। সোহান মণ্ডল পূর্বে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। একাজ করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে তার হাতে কাজ থাকত না। ফলে তাকে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হতো। অর্থাৎ এ সময় তার সারা বছর কাজ করার সুযোগ থাকত। বছরের একটা সময় তাকে বাধ্য হয়ে বেকার থাকতে হয়েছে। আর তার মতো এ ধরনের বেকারদের মৌসুমি বেকার বলে অভিহিত করা হয়। তাই সোহান মণ্ডল পূর্বে মৌসুমি বেকার ছিল।

ঘ প্রশিৰণ প্রদানের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে শ্রমশক্তিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে উদ্দীপকে লালপুর সরকারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মানসবসম্পদ উন্নয়নে গুরৱত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি। জনসংখ্যার একটি অংশ যখন শিৰা ও দৰতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলা হয়। আর উপর্যুক্ত শিৰা ও প্রশিৰণের মাধ্যমে মানুষের কর্মদৰতা ও কর্মৰমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলা যায়। বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শিৰিত, অর্ধশিৰিত ও অশিৰিতদের প্রশিৰণ দান করে মানবসম্পদের উন্নয়নে কৃতিত্ব রাখে। উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান। উদ্দীপকের সরকারি প্রতিষ্ঠান লালপুর সরকারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বেকার যুবকদের প্রশিৰণ প্রদান করে। সোহান মণ্ডলের মতো বেকাররা এখানে প্রশিৰণ গ্রহণ করে নিজেদের কর্মৰমতা ও দৰতা বৃদ্ধি করতে সৰম হচ্ছে। তারা তাদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে সৰম হচ্ছে। সোহান মণ্ডলের মতো বেকাররা নিজেদের বেকারত্ব দূর করে নতুন জীবনের আশা দেখতে পেয়েছে। এককথায় প্রতিষ্ঠানটি অদৰ বেকারদের প্রশিৰণের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করছে। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের লালপুর সরকারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বেকার যুবকদের দৰতা ও উৎপাদন ৰমতা বৃদ্ধি করে মানবসম্পদের উন্নয়ন করছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরৱত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ উন্নতও উন্নয়নশীল অর্থনীতি

উদ্দীপক–১ : 'A' একটি নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ। দেশটির অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। পর্যাপ্ত মূলধন, দৰ জনশক্তি, অপরিমিত বিনিয়োগ ও বিদ্যমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারছে না।

উদ্দীপক–২ : 'B' একটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ থাকায় দেশটিতে বিনিয়োগ বেশি হয় এবং উৎপাদনও বেশি। উন্নত অবকাঠামোর কারণে অন্যান্য দেশের ধনীরা এখানে এসে বিনিয়োগ করতে এবং বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১

খ. বেসরকারি সংস্থাসমূহ কীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে? ২

গ. উদ্দীপক–১–এর 'A' দেশটির সাথে বাংলাদেশের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশদ্বয়ের মধ্যে কোন দেশকে তুমি উন্নত দেশ মনে কর? সপৰে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলো একটি দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের পরিমাণগত বৃদ্ধি।

খ বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও) ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচনে কাজ করে। বেসরকারি সংস্থাগুলোর মূল লৰ্য হলো দারিদ্র্যবিমোচন করা। তারা সমাজের দরিদ্র, অসহায়, দুস্থ, অধিকারবঞ্চিত নারী–পুরৰষ–শিশুদের ৰমতায়ন, শিৰা–স্বাস্থ্য–নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এৰেত্রে এনজিওগুলো তাদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে।

গ উন্নয়নের গতিশীলতা ও প্রতিবন্ধকতা দিক থেকে উদ্দীপক–১–এর 'A' দেশটির সাথে বাংলাদেশের সাদৃশ্য পরিলৰিত হয়। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ। এদেশের অর্থনীতি এখনও অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এখানে বিনিয়োগ অনেক কম। ফলে বেকারত্ব, কম আয়, কম মূলধন গঠন, কম উৎপাদনের মতো অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা যায়। অধিক জনসংখ্যা, অদৰ জনগোষ্ঠী এবং অদৰ প্রশাসনের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজও অনুন্নত। বাংলাদেশের অর্থনীতির ন্যায় সমস্যা জর্জরিত অর্থনীতির দেশ হলো উদ্দীপকের 'A' দেশটি। উদ্দীপক–১–এর 'A' দেশটিও বাংলাদেশের মতো দুর্বল অর্থনীতির দেশ। দেশটিও কৃষির ওপর নির্ভরশীল। সেখানেও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বিদ্যমান। তাইতো দেশটিতে কম আয়, কম সঞ্চয়, কম মূলধন গঠন, কম বিনিয়োগ ও কম উৎপাদন বিদ্যমান। দৰ জনগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে দেশটি উন্নয়নের মুখ দেখতে পারছে না। তাই বলা যায়, অনুন্নত অর্থনীতির দিক থেকে বাংলাদেশ ও উদ্দীপকের 'A' দেশটি অভিন্ন সূত্রেগাঁথা।

ঘ সার্বিক বৈশিষ্ট্য বিচারে উদ্দীপকে 'A' ও 'B' দেশ দুটির মধ্যে 'B' দেশটিকে আমি উন্নত দেশ বলে মনে করি। উন্নত দেশ বলতে সেসব দেশকে বোঝায়, যারা অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের চরম শিখরে অবস্থান করছে। আর এসব উন্নত রাষ্ট্রের উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করছে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ও দৰ জনশক্তি। উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, মূলধন গঠন, দৰ জনশক্তি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, উন্নত অবকাঠামো ইত্যাদি। আর এসব বৈশিষ্ট্য বিচার উদ্দীপকের দেশদ্বয়ের মধ্যে 'B' দেশটিকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। উদ্দীপকের 'A' দেশটি একটি অনুন্নত অর্থনীতির দেশ। কেননা দেশটিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া নেই। বরং কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, স্বল্প মাথাপিছু আয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং উন্নত অবকাঠামোর অভাবে দেশটি অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। 'B' দেশটি একটি শিল্পসমৃদ্ধ প্রগতিশীল দেশ। এখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, উন্নত অবকাঠামো লৰণীয়। ফলে দেশটিতে দেশি–বিদেশি বিনিয়োগ হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা সচল হয়। আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের দেশদ্বয়ের মধ্যে 'B' দেশটিই উন্নত দেশ বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন– ৯ ▸▸ বেকারত্ব দূরীকরণে পদৰেপসমূহ

জয়নাল মুদি দোকানদার বাবার একমাত্র ছেলে। তার অসুস্থ বাবা যা উপার্জন করে তা দিয়েই কোনোমতে তাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। জয়নাল এসএসসি পাস করে লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবার দোকানে বসা শুরৱ করে। তার সহযোগিতায় তার বাবা কিছু টাকা জমিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণ করে। আর এদিকে জয়নালও বিবিএ–এমবিএ শেষ করে বড় একটা চাকরি পায়। এখন সে তার বাবা–মাকে নিয়ে সুখেই দিন কাটাচ্ছে।

ক. মূলধন গঠনের উপায় কী? ১

খ. বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কেন? ২

গ. জয়নালের পরিবার কীভাবে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেঙেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জয়নালের মতো প্রতিভাবানদের শিৰার সুযোগ দানের মাধ্যমে জাতি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে পারবে।– বিশেৱষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধন গঠনের উপায় হলো আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করা।

খ বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যাকে উৎপাদন ও কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না বলে জনসংখ্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। ফলে জনসংখ্যাকে উৎপাদনশীল নিয়োজিত করা সম্ভব হচ্ছে না। বরং জাতীয় সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ এই জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যয় হয়। এর ফলে উন্নয়নে বাধা তৈরি হচ্ছে। তাই জনসংখ্যা একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

গ সঞ্চয় বৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে জয়নালের পরিবার দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে পেরেছে। ক্রমাগত দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার পরিস্থিতিকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলা হয়। কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনও কম হয়। মূলধন কম হওয়ায় বিনিয়োগ কম হয়। ফলে উৎপাদন কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলা হয়। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়াতে হয়। আর এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি। উদ্দীপকের জয়নালের পরিবার এ পন্থাই অবলম্বন করেছে। জয়নালের অসুস্থ বাবা বেশি আয় করতে না পারায় তাদের সঞ্চয়, মূলধন ও ব্যবসায় কম বিনিয়োগ ছিল। ফলে তাদের পরিবারের আয়ও কম ছিল। কিন্তু জয়নালের সাহায্যে তার বাবার আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। ফলে মূলধন গঠন করে তার বাবা ব্যবসা সম্প্রসারণ করে আয় আরও বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি জয়নাল উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বড় চাকরি পায়। আর এভাবে জয়নালের পরিবার দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে সক্ষম হয়েছে।

ঘ জয়নালের মতো প্রতিভাবান তরুণদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দানের মাধ্যমে জাতিকে দারিদ্র্যের দুষ্ট থেকে উদ্ধার করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ। কৃষির উপর অতি নির্ভরশীলতা, উদ্যোক্তার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বাজার দুর্বলতা, দক্ষ জনশক্তির অভাবে এদেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বিদ্যমান। আর দারিদ্র্যের এ বেড়াজাল ভাঙার জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য জয়নালের মতো তরুণদের শিক্ষার সুযোগ দানের কোনো বিকল্প নেই। জয়নালের মতো প্রতিভাবানদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিলে দেশে দক্ষ জনশক্তি তথা দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি হবে। এ মানবসম্পদ তাদের মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। আর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জাতীয় সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে জাতি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেড়িয়ে এসে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ধাবিত হবে। আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে উচ্চশিক্ষা দানের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে বের হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন– ১০ মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি

'ক' রাষ্ট্রটির জনসংখ্যা আয়তনের তুলনায় অনেক বেশি। এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দিন দিন দেশটিতে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান হচ্ছে নিম্নমুখী। কিন্তু দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ।

ক. শক্তি ফাউন্ডেশন কাদের নিয়ে কাজ করে? ১
খ. অনুন্নত দেশে মূলধনের অভাব দেখা দেয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের দেশটির জনসংখ্যাকে কীভাবে মানবসম্পদে পরিণত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে পারলে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব–বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শক্তি ফাউন্ডেশন শহরের দুস্থ মহিলাদের নিয়ে কাজ করে।

খ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ক্রিয়াশীল থাকায় অনুন্নত দেশে মূলধনের অভাব দেখা দেয়। অনুন্নত দেশে কম উৎপাদনের জন্য মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় অনেক কম হয়। ফলে মূলধন গঠনের হারও কম। এ চক্র অনবরত চলতে থাকে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন অনুন্নত দেশের থাকে না।

গ মানবসম্পদ উন্নয়নের পদ্ধতিসমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে উদ্দীপকের 'ক' দেশটির বৃহৎ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়। শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদ বলা হয়। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যার কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে মানবসম্পদ উন্নয়ন ঘটানো যায়। এই প্রক্রিয়ায় উদ্দীপকের দেশটির জনসংখ্যা মানবসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। উদ্দীপকের দেশটিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। কেননা শিক্ষা ব্যক্তি জীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাই দেশটি কর্মমুখী, পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন রাখতে হবে। আর অশিক্ষিত বা অর্ধ–শিক্ষিতদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশির জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টি, বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য জনগণ ও সরকারকে একত্রে পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে হবে। এভাবে দেশটি তার বর্তমানে বোঝাস্বরূপ জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে পারবে।

ঘ প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং জনসংখ্যাকে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দীপকের 'ক' দেশটির সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেদেশের জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু কোনো দেশ পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও দক্ষ জনশক্তির অভাব তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না। উদ্দীপকের দেশটিকেও তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রতি জোর দিতে হবে। উদ্দীপকের দেশটির বৃহৎ জনসংখ্যা যেমন আছে তেমনি আছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে প্রথমে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলে বিদ্যমান বেকারত্ব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। আর এ দক্ষ জনগোষ্ঠীর পক্ষে তখন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চত করা সহজ হবে। ফলে দেশের চাহিদা পূরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। এভাবে দেশটির জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকাকে সচল করা সম্ভব। আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যাকে যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলেই উদ্দীপকের দেশটি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

প্রশ্ন– ১১ উন্নত দেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও উদ্যোক্তা

নোমান সাহেব প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও দুর্বল অবকাঠামোর জন্য বিনিয়োগ করতে আগ্রহ পান না। সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার শর্তে নাগরিকত্বসহ কানাডাতে পাড়ি জমান। কানাডায় গিয়ে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তার কারখানায় প্রায় ২০০ জন শ্রমিক কাজ করে।

ক. এসএসএস কত সালে আত্মপ্রকাশ করে? ১
খ. ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. কানাডার কোন কোন বৈশিষ্ট্য নোমান সাহেবকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নোমান সাহেবের মতো ব্যক্তিদের দেশে রাখতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব–বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এসএসএস ১৯৮৬ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

খ ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলতে কোনো ব্যক্তির শূন্য প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার পরিস্থিতিকে বোঝায়। কখনো কখনো কাজ করা সত্ত্বেও উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থাকে। যেমন : একটি জমিতে একজন লোক কাজ করে ১০ মণ ধান উৎপাদন করে। ঐ ব্যক্তির সাথে যদি আরও দুজন লোক কাজ করে তবু উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থাকবে। কাজ করা সত্ত্বেও ঐ দুই ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা শূন্য। তাদের এহেন পরিস্থিতিকে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলা যায়।

গ উন্নত দেশের অর্থনীতির যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে তাই নোমান সাহেবকে কানাডায় বিনিয়োগ করতে আকৃষ্ট করেছে। উন্নত দেশের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে এ সম্পদকে কাজে লাগানোর মতো দৰ জনগোষ্ঠী ও মূলধন। এসব দেশে সর্বদা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা হয়। আর এ বিষয়গুলোই নোমান সাহেবকে কানাডাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে। প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক নোমান সাহেব রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্বল অবকাঠামোর জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে ঝুঁকি নিতে চান না। কিন্তু উন্নত অর্থনীতির দেশ কানাডাতে তিনি বিনিয়োগ করেছেন। কানাডায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, উন্নত অবকাঠামো ও দৰ জনশক্তি রয়েছে। এর ফলে নোমান সাহেব বিনিয়োগ করলে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এৰেত্রে তার ঝুঁকি অনেক কম। তাই তিনি কানাডায় বিনিয়োগ করেছেন।

ঘ নোমান সাহেবের মতো উদ্যোক্তারা যদি যথাযথ পরিবেশের অভাবে বিদেশে পাড়ি জমান তবে দেশে মূলধন ও উদ্যোগের অভাবে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হলো উদ্যোক্তা শ্রেণি। উদ্যোক্তাদের দৰতা, অভিজ্ঞতা ও সৰমতাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেগবান করে। কিন্তু কোনো দেশে যদি ঝুঁকি বহনে আগ্রহী ও সৰম উদ্যোক্তা না থাকে তবে প্রাপ্ত সঞ্চয় ও মূলধনের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ। এখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নত অবকাঠামোর অভাবে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে উৎসাহ পায় না। উদ্দীপকের নোমান সাহেব এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু তার মতো উদ্যোক্তাদের মূলধনসহ অন্য দেশে চলে যাওয়া আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্য অশনিসংকেত। এর ফলে দেশের বিনিয়োগ কম হবে। আর বিনিয়োগ কম হলো উৎপাদন, আয়, সঞ্চয় কম হবে। ফলশ্রুতিতে দেশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবর্তিত হবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন, অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে না পারলে উদ্যোক্তাশ্রেণি বিনিয়োগে উৎসাহী হবে না বরং তারা নোমান সাহেবের মতো বিকল্প খুঁজবে যা অর্থনীতির জন্য ৰতিকর। তাই নোমান সাহেবের মতো ব্যক্তিদের দেশে উদ্যোগ নিতে উৎসাহী করার জন্য যথাযথ পদৰেপ নিতে হবে।

প্রশ্ন– ১২ অনুন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

'X' দেশটির জনগণ খুবই দরিদ্র। তাদের আয় সীমিত, সঞ্চয় নেই বললেই চলে। তাই উৎপাদনও কম এবং তারা দিনের পর দিন এ অবস্থার মধ্যেই আছে। দেশটির সরকার প্রতিকূল বাণিজ্য ভারসাম্য রোধে কোনো কার্যকর পদৰেপ নিতে পারছে না বিধায় দেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে তেমন কার্যকর কিছু করতে পারছে না।

ক. উন্নত দেশে কোন জ্ঞানের দ্বারা মানুষ প্রকৃতিকে বশে এনেছে? ১

খ. উন্নয়নশীল দেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'X' দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে কোন প্রকৃতির? উদ্দীপকের প্রেৰিতে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত বৈশিষ্ট্যাবলি ব্যতীত উক্ত দেশের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে? বিশেৱষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নত দেশে মানুষ উন্নত কারিগরি জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে বশে এনেছে।

খ উন্নয়নশীল দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি। দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যৰ ও পরোৰভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। শ্রমশক্তির একটি উলেৱখযোগ্য অংশ কৃষিতে নিয়োজিত। কৃষিৰেত্রে পুরনো আমলের জীবন নির্বাহী ক্ষুদ্র খামারে চাষাবাদ হয়। কৃষিতে বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব লেগেই থাকে।

গ 'X' দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে পিছিয়ে তথা অনুন্নত দেশ। অনুন্নত দেশে কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হওয়ায় বিনিয়োগও কম হয়। মূলধনও কম হয়। ফলে উৎপাদনও কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এই চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে। উদ্দীপকের 'X' দেশের জনগণও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। উপরন্তু 'X' দেশের সরকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন। মূলত প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত কাটিয়ে ওঠার ৰেত্রে অনুন্নত দেশগুলো অসহায়। দেখা যায়। অনুন্নত দেশগুলো শিল্পে উন্নত না থাকায় এসব দেশ কৃষিজাত পণ্য, কাঁচামাল, প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। যেসব কৃষিপণ্য উপকরণ হিসাবে কম মূল্যে বিদেশে রপ্তানি করে, সেই কৃষিপণ্য শিল্প পণ্যে রূ পান্তরিত হয়ে অধিক মূল্যে এসব দেশে আমদানি করা হয়। ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে। সুতরাং 'X' দেশটি অনুন্নত একটি দেশ।

ঘ উদ্দীপকে অনুন্নত দেশ 'X' এর বৈশিষ্ট্যরূ পে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র এবং প্রতিকূল বাণিজ্য ভারসাম্য উলিৱখিত হয়েছে। এছাড়া 'X' দেশের মতো অনুন্নত দেশের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

১. **কম উৎপাদনশীল কৃষিখাত :** অনুন্নত দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। বেশির ভাগ লোক প্রত্যৰ ও পরোৰভাবে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত ও কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এসব দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি সনাতনী।

২. **কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি :** এসব দেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ কৃষি খাত থেকে আসে।

৩. **বেকারত্ব :** অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হওয়ায় ছদ্মবেশী ও মৌসুমি বেকারত্ব প্রকটভাবে পরিলৰিত হয়।

৪. **কম মাথাপিছু আয় :** অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম। ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয়।

৫. **জনসংখ্যাধিক্য :** বেশির ভাগ অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বেশি এবং মাথাপিছু আয় কম। জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিৰা, যানবাহন, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সন্তোষজনকভাবে করা যায় না।

৬. **ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার :** অনুন্নত দেশ প্রযুক্তি ও কৌশল পরিবর্তন করে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারে না। ফলে অথনৈতিক উন্নয়নও বেগবান হয় না।

৭. **অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা :** অনুন্নত দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকে। ফলে মালামাল স্থানান্তর বিঘ্ন ঘটে। উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়। উদ্যোক্তা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না।

৮. **অনুন্নত শিল্প কাঠামো :** অনুন্নত দেশে শিল্প কাঠামো সেকেলে এবং বৃহদায়তন মূলধনী শিল্প খুব কম। অনুন্নত শিল্প কাঠামোতে শ্রমিক নিয়োগ কম এবং শ্রমিকদের দৰতাও কম।

পরিশেষে বলা যায়, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ও প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত ছাড়াও উলিরখিত বৈশিষ্ট্য সমূহ 'X' দেশটি যে অনুন্নত দেশ তা নির্দেশ করে।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম

বেসরকারি সংস্থাসমূহ মূলত বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এদের কার্যক্রম আরও ব্যাপ্তি ও গতি লাভ করে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। যেমন–

'ক' সংস্থা → ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা 'খ' সংস্থা → ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত নারী উন্নয়নের বড় সংগঠন।

'গ' সংস্থা → ১৯৮৬ সালে টেকসই সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত।

ক. কোন তিনটি মহাদেশের অধিকাংশ দেশ অনুন্নত? ১
খ. ব্যুরো বাংলাদেশের কার্যক্রমের বিস্তৃতি উলেরখ কর। ২
গ. 'ক' সংস্থার পরিচয় ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'খ' ও 'গ' সংস্থার মূল লক্ষ্য উদ্দীপকের আলোকে পর্যালোচনা কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ অনুন্নত।

খ ব্যুরো বাংলাদেশ দেশের ৪২ জেলার ২৪৫টি থানার ১১৪৯টি ইউনিয়নের ৯০২৬টি গ্রামে সংস্থাটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে টেকসই গ্রামীণ সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, পানি/পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

গ 'ক' সংস্থাটি হচ্ছে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরাকরি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা বা বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)। দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষত মহিলা ও মেয়েদের জন্য দেশের ৭০ হাজার গ্রাম এবং ২০০০ বস্তিতে তারা কাজ করে থাকে। সংস্থাটি ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, অতি দরিদ্র, চরবাসী, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধাভোগী ৫৬,৪০,৬৮৪ জনের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৫০,৭৪,১৮১ জন।

ঘ 'খ' সংস্থাটি হচ্ছে টিএমএসএস যার মূল লক্ষ্য নারী উন্নয়ন। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত টিএমএসএস বা ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে বড় সংগঠন। এই সংগঠন মহিলাদের দারিদ্র্যবিমোচন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন ১৯৮০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের অশিক্ষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত এবং ০.৫ একর পর্যন্ত জমির মালিকরা এ সংস্থার সদস্য। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত এ সংস্থা বিতরণ করে ৮৪০৮ কোটি টাকা এবং আদায় করে ৭৪৯২ কোটি টাকা। 'গ' সংস্থাটি হচ্ছে এসএসএস (সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিসেস) যাদের মূল লক্ষ্য টেকসই সামাজিক উন্নয়ন। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী–পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা–স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এসএসএস'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত নারী–পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা–স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করাই এই সংস্থার লক্ষ্য। আলোচনা হতে বলা যায়, উলিরখিত বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে উলেরখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ দারিদ্র্যের ধারণা ও সরকারের গৃহিত পদক্ষেপ

সারণি

ক্যালরি গ্রহণভিত্তিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য (%)

দারিদ্র্যের ধরন		১৯৯৫/৯৬	২০০৫
দারিদ্র্য	জাতীয়	৪৭.৫	৪০.৪
	পল্লির	৪৭.১	৩৯.৫
	শহর	৪৯.৭	৪৩.২
চরম দারিদ্র্য	জাতীয়	২৫.১	১৯.৫
	পল্লির	২৪.৬	১৭.৯
	শহর	২৭.৩	২৪.৪

ক. কোনটি দেশ ও দেশের মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তোলে? ১
খ. বাংলাদেশকে এখনও দারিদ্র্যের দেশ বলা যায় কেন? ২
গ. সারণিতে উলিরখিত ধারণাটির গতিধারা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মসূচি মূল্যায়ন কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দারিদ্র্য দেশ ও দেশের মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তোলে।

খ যে দেশের জনগণ পরিবর্তিত পার্শ্বপরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম নয়, প্রতিকূল প্রকৃতি যেমন বন্যা, খরা, সম্পদের অপ্রতুলতা এবং সম্পদের অসম বণ্টন ও অসম উপার্জনের সুযোগ–সুবিধা রাখে, এ অবস্থাকে দারিদ্র্য বলে। তথ্যগত দিক থেকে যে দেশের জনগণ বেশির ভাগ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে তাদেরকে গণদারিদ্র্যগোষ্ঠী বলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ ২০১০ সালের আয়–ব্যয় জরিপ মতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশ এবং ২০০৫ সালের জরিপ মতে জনগোষ্ঠীর ৪০.০ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ১৯৯১–৯২ সালে দেশে দরিদ্র ছিল ৫০.১ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে এখনও বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দেশ বলা যায়।

গ সারণিতে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় পদ্ধতি দ্বারা দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত (non-food) ভোগ্যপণ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উদ্দীপকের সারণিতে মূলত বিবিএস পরিচালিত আয় ও ব্যয় জরিপ ১৯৯৫/৯৬, ২০০৫ এবং ২০১০–এর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৫–৯৬ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে (CBN উচ্চ দারিদ্র্য রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) দারিদ্র্যের হার ৫০.১ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে অর্থাৎ দারিদ্র্য গড় বার্ষিক ৩.৩ শতাংশ হারে হ্রাস পায়। তবে দারিদ্র্যের হার পল্লির এলাকায় অধিক হারে হ্রাস পেয়েছে (গড় বার্ষিক ৩.১% হারে)। অপরদিকে, শহর এলাকায় একই সময়ে দারিদ্র্য হ্রাস পায় গড় বার্ষিক ১.৯ শতাংশ হারে। এই সময়কালে চরম দারিদ্র্য আরও দ্রুত হারে অর্থাৎ গড় বার্ষিক ৪.৮ শতাংশ হারে হ্রাস পায়।

ঘ বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার নিরসনের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ৬৪টি কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়িত

হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ :

১. **নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিভিন্ন ভাতা) :** দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশ বয়স্ক জনগণ এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা। তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সরকার বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা চালু করেছে। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা চালু করেছে।

২. **নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ) :** বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কিছু বিশেষ নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম চালু আছে। এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা এবং দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এ ধরনের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম :** দারিদ্র্য নিরসনে খাদ্য নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিএফ কর্মসূচি ভিজিএফ কর্মসূচি এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিজিডি কর্মসূচি চালু রয়েছে।

৪. **আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লব্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম :** দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি ভালো উপায় হলো আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বেকার যুবক–যুবতীদের জন্য গবাদিপশু, হাঁস–মুরগি পালন প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫. **দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন তহবিল :** এছাড়া সমবায় সমিতি গঠন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সরকার কর্তৃক উলিক্ষিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্রতা নিরসন করা সম্ভব হবে।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৫ ▸▸ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
↓
জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিম্নহার
↓
মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
↓
?

ক. Economic Growth এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১

খ. বাংলাদেশ কীভাবে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ? ২

গ. ছকের প্রশ্ন (?) চিহ্নিত স্থানটি যে ধারণা নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকে বর্ণিত ধাপসমূহের মধ্যে প্রথমটির সাথে সর্বশেষটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Economic Growth এর বাংলা প্রতিশব্দ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

খ বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় ধরে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় নিম্ন হওয়ায় জনগণের সঞ্চয়ের হার কম। তাই মূলধন বা পুঁজি গঠনের এবং উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগের হারও কম। আবার বিনিয়োগের নিম্নহারের কারণে নতুন শিল্প স্থাপনের গতি মন্থর। ফলে নতুন কর্মসংস্থানের হারও কম। ফলে জনগণের আয় কম। বাংলাদেশ এভাবেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে আবদ্ধ।

গ ছকের প্রশ্ন (?) চিহ্নিত স্থানটি যে ধারণা নির্দেশ করে তা হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। প্রবৃদ্ধি হচ্ছে জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হার। অন্যদিকে, দেশের সম্পদ ও সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে সার্বিক আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায়। সম্পদ বলতে দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ উভয়কে বোঝায়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির হারের সাথে জনসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্যস্তর বিবেচনায় নেয় এবং প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে। কোনো দেশের প্রবৃদ্ধির হার যদি ২% হয় এবং সে দেশের জনসংখ্যাও যদি ২% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে না। কারণ, প্রবৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একই হলে মাথাপিছু আয় একই থাকে। যদি প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলেই মাথাপিছু আয় বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। ছকেও দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় তাহলেই দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

ঘ ছকে বর্ণিত ধাপসমূহের মধ্যে প্রথমটি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সর্বশেষটি হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। নিচে এদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেতে হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয়টি বুঝতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth) এ দুটিকে অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ দুটি এক নয়, মৌলিক পার্থক্য আছে। কোনো দেশের জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হারকে প্রবৃদ্ধির হার বলা হয়। প্রবৃদ্ধি হার হচ্ছে জাতীয় আয়ের পরিবর্তনের হার। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির হারের সাথে জনসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্যস্তর বিবেচনায় নেয় এবং প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে। প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলেই মাথাপিছু আয় বাড়ে অথবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম হয়, তাহলেই প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। প্রকৃত মাথাপিছু আয় দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে। এক্ষেত্রে শক্তিসমূহ হচ্ছে উৎপাদন, জাতীয় আয়, ভোগ, বিনিয়োগ, নিয়োগ, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি প্রভৃতি। অতএব, উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক হলো–অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি গভীরতর, বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক বিষয়।

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ

তামিম বৃত্তি নিয়ে 'ক' দেশে যায়। 'ক' দেশে আর্থসামাজিক অবকাঠামো অত্যন্ত উন্নত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থনীতির অনুকূল। সেখানে গিয়ে সে নিজের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র বুঝতে পারে। সে নিজের দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চিন্তা করতে থাকে।

ক. কোন সুবিধার কারণে উন্নত দেশে গড় আয়ষ্কাল বেশি হয়? ১

খ. উন্নত দেশ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উলিক্ষিত 'ক' দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি কর। ৩

ঘ. তামিমের দেশের অর্থনীতির ধরনকে উন্নয়নশীল বলা যাবে কী? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধার কারণে উন্নত দেশে গড় আয়ুষ্কাল বেশি হয়।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে উন্নত দেশ বলে। এসব দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত।

গ উলিরখিত 'ক' দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উন্নত দেশের পর্যায়ভুক্ত। উদ্দীপকে উলিরখিত 'ক' দেশটির আর্থসামাজিক অবকাঠামো অত্যন্ত উন্নত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থনীতির অনুকূল, যা উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত।

উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

১. ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ।
২. মূলধন পর্যাপ্ত।
৩. দৰ ও প্রশিৰিত জনশক্তি।
৪. জনগণের গড় আয়ু বেশি।
৫. উন্নত কারিগরি জ্ঞানের অধিকারী।
৬. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান।
৭. পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত।

উলিরখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ যেসব দেশে বিরাজমান রয়েছে ঐসব দেশকে উন্নত দেশ বলা হয়।

ঘ তামিমের নিজ দেশ হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশ দৰিণ এশিয়ার একটি জনবহুল দেশ। দেশটির অর্থনীতি কৃষি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হলেও তা এখনও অনুন্নত। বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো কৃষির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, অনুন্নত শিল্প ব্যবস্থা, মূলধনের অভাব, উদ্যোক্তার অভাব, অদৰ বৃহৎ জনসংখ্যা, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের উপস্থিতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের অভাব ইত্যাদি। এসব বৈশিষ্ট্য বিচারে বাংলাদেশকে অনুন্নত দেশ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর দেশের অর্থনীতিতে একটি গতিশীলতা লৰণীয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে। কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে এবং ধীরে ধীরে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রসার ঘটছে। প্রতিবছর ৫–৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। যোগাযোগ ও পরিবহনসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে উন্নয়নের পথে ধাবিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উন্নয়নশীল বলা যায়।

প্রশ্ন– ১৭ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ

নাফিসাদের গ্রামের শতকরা আশি ভাগ লোকের পেশা কৃষি। কিন্তু তাদের কৃষকরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। কাছে কোনো ব্যাংক না থাকায় কৃষিঋণ পায় না, উন্নত বীজও পায় না। এবার সার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বিদ্যুতের কারণে ঠিকমতো সেচ দিতে পারে না তারা।

ক. স্বনির্ভর বাংলাদেশ কত সালে আত্মপ্রকাশ করে? ১
খ. উন্নয়নশীল দেশে উদ্যোক্তার অভাব হয় কেন? ২
গ. নাফিসাদের গ্রামের অবস্থা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে অন্তরায় নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর কোনো অন্তরায় আছে কি? যুক্তি প্রদানপূর্বক তোমার মন্তব্য প্রতিষ্ঠা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বনির্ভর বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের আত্মপ্রকাশ করে।

খ উন্নয়নশীল দেশে পণ্যসামগ্রী বেশির ভাগই কৃষি থেকে প্রাপ্ত। এসব পণ্যের মূল্যের উত্থান–পতন হয় বেশি। পণ্যের মূল্য উত্থান–পতন হওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে দেশি–বিদেশি উদ্যোক্তার অভাব হয় এবং উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

গ নাফিসাদের গ্রামের অবস্থা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়, কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা এবং অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা নির্দেশ করে। বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল হলেও কৃষির উৎপাদিকা শক্তি কম। কৃষির উন্নয়ন জরবরি হওয়া সত্ত্বেও এর অগ্রগতি মন্থর। উদ্দীপকের নাফিসাদের গ্রামেও শতকরা আশি ভাগ লোকের পেশা কৃষি। উপরন্তু বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত। কৃষিৰেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার সীমিত। কৃষি পণ্যের মূল্য অস্থিতিশীল। উদ্দীপকে যেমন দেখা যায় নাফিসাদের গ্রামে কৃষকেরা কৃষি ঋণ, উন্নত বীজ পায় না। সার সঙ্কটও দেখা দিয়েছে। তারা বিদ্যুতের অভাবে ঠিকমতো সেচও দিতে পারে না। সুতরাং উদ্দীপকে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে কৃষির দুরবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিখাতের পশ্চাৎপদ অবস্থাই কেবল অন্তরায় নয়, বরং উন্নয়নকামী এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রয়েছে আরও অনেক অন্তরায়। বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে না। যেমন :

১. বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম থাকায় সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার তুলনামূলকভাবে কম। ফলে দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না।
২. বাংলাদেশে দৰ, অভিজ্ঞ ও ঝুঁকি বহনে আগ্রহী ও সৰম উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। উদ্যোক্তার অভাবের কারণে প্রাপ্ত সঞ্চয় ও মূলধন উৎপাদনী খাতে কম ব্যবহার হচ্ছে। আবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে চায় না এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ না থাকার কারণে উদ্যোক্তা এগিয়ে আসে না।
৩. বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ। উৎপাদন ও কর্মৰেত্রে এই জনসংখ্যা কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জাতীয় সঞ্চয়ের বড় অংশ এই জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যয় হয় বিধায় উন্নয়নে বাধা হিসাবে কাজ করছে।
৪. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।
৫. বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতা রয়েছে। এ অবস্থা অধিকতর দেশি–বিদেশি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল নয়।
৬. বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশের অসম প্রতিযোগিতা ও নানা শর্তের কারণে বাংলাদেশ প্রায়শ প্রতিকূল বাণিজ্য শর্তের সম্মুখীন হয়।
৭. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সর্বত্র বাজার দুর্বলতা বিরাজমান।
৮. উন্নত প্রযুক্তির অভাব, আমদানিকৃত প্রযুক্তি ব্যয়বহুল এবং ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয় না।

তাই বলা যায়, উন্নয়নশীল কৃষিব্যবস্থা ছাড়াও উলিরখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ১৮ বেকারত্ব ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

আরিফ দরিদ্র বাবার একমাত্র ছেলে। তার বাবা ফলের ব্যবসা করে। এ কাজে তিনি বছরের অর্ধেক সময় বসে থাকেন। তাই অতিকষ্টে তাদের

সংসার চলে। এ বছর সে এমএ পাস করেছে। বাবা–মায়ের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সে একটি চাকরি খুঁজছে। অবশেষে সে গার্মেন্টস সেক্টরে ছয় মাসের একটি কোর্স করে সহজেই চাকরি পেয়ে যায়।

ক. আশা কত সাল হতে কাজ করছে? ১

খ. বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দেশ বলা যায় কেন? ২

গ. আরিফের বাবা কী ধরনের বেকার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বেকারত্ব ঘোচানোর জন্য আরিফ উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেছে বলে তুমি মনে কর কি? মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আশা ১৯৯২ সাল হতে কাজ করছে।

খ দারিদ্র্যের হার অনেক বেশি হওয়ায় বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দেশ বলা যায়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। বাংলাদেশ ব্যুরোর সর্বশেষ ২০১০ সালের সীমানা অনুযায়ী বাংলাদেশের দারিদ্র্য দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশ যা ২০০৫ সালে ৪০ শতাংশ ছিল। জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ দরিদ্র হওয়ায় বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দেশ বলা যায়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ মৌসুমি বেকারত্ব কী, আলোচনা কর।

ঘ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিৰণের গুরবত্ব আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৯ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ

আফ্রিকার একটি দেশ জিম্বাবুয়ে। গত এক দশক ধরে দেশটি চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশটি উৎপাদনে ধস নামে। জনগণের আয় ও সঞ্চয় কমে যায়। ফলে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ কমে যায়। এজন্য দেশটি সংকট কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী? ১

খ. ছদ্মবেশী বেকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের দেশটি কোন চক্রে আবদ্ধ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত চক্র থেকে দেশটির মুক্তির উপায় নির্দেশ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তনের সমষ্টি।

খ কৃষিখাতে আপাতদৃষ্টিতে অনেক লোক কাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপৰে কৃষিকাজে নিযুক্ত ঐসব লোকের মধ্যে অনেকেরই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। এই উৎপাদনশীলতা শূন্য বিশিষ্ট লোককে প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ বেকারত্ব নিরসনে গৃহিত বিভিন্ন পদৰেপের আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২০ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ

সম্প্রতি জাপানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে আসেন। তার সফরসঙ্গী ছিলেন কয়েকজন বিনিয়োগকারী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাদের এদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তারা বিনিয়োগ করার মতো পরিবেশ তৈরির জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আরো পদৰেপ নিতে বলেন। কিন্তু এসব বিনিয়োগকারীরা সিঙ্গাপুরে হাজার হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে।

ক. ব্যুরো বাংলাদেশ কতটি জেলায় কাজ করে? ১

খ. দারিদ্র্য বিমোচন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের বিনিয়োগকারীরা এদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তাদের আকৃষ্ট করতে বাংলাদেশ সরকারের করণীয় নির্দেশ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যুরো বাংলাদেশ ৪২টি জেলায় কাজ করে।

খ কোনো দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত করাই হলো দারিদ্র্যবিমোচন। মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকলে সে বেকারত্বের শিকার হয় এবং এক সময় দরিদ্র হয়ে পড়। সুতরাং দারিদ্র্যবিমোচনের প্রধান উপায় হলো দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ আলোচনা কর।

ঘ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকারের গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২১ উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য

'ক' একটি স্বাধীন দেশ। দেশটি পুরোপুরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। দেশটি ২০১৪–১৫ অর্থবছরে ৫০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার সমমূল্যের পণ্য রপ্তানি করে। কিন্তু দেশটি ১৩৫,০০০ কোটি ডলারের বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে।

ক. ভিজিডি কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিৰা গুরবত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কী ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্যের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত পরিস্থিতি পরিবর্তনে দেশটির করণীয় নির্দেশ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভিজিডি হলো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি।

খ মানবসম্পদের উন্নয়ন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য শিৰা গুরবত্বপূর্ণ। শিৰা একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ ঘটায়। ফলে একজন ব্যক্তির দৰতা ও কর্মৰমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। এতে দেশের মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য উপাদান। তাই শিৰা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খুবই গুরবত্বপূর্ণ।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ঘাটতি বাণিজ্য কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ ঘাটতি বাণিজ্য নিরসনে সরকারে গৃহিত পদৰেপসমূহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২২ উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য

আসলাম ব্যবসার কাজে ইউরোপের একটি দেশে যায়। সেখানে সে লৰ করেছে দেশটিতে ভারী ও মৌলিক শিল্পের প্রসার ঘটেছে। দেশটিতে শিৰার হারও শতভাগ।

ক. সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থার নাম কী? ১

খ. বাংলাদেশ প্রতিকূল বাণিজ্য শর্তের সম্মুখীন হয় কেন? ২

গ. আসলাম ব্যবসার কাজে যে দেশে যায় সে ধরনের দেশের উদ্যোক্তা ও দৰ প্রশাসনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শ্রেণির দেশসমূহ চিহ্নিত করার অন্য কোনো নিয়ামক আছে কি? উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হলো ব্র্যাক।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশের অসম প্রতিযোগিতা ও নানা শর্তের কারণে বাংলাদেশ প্রায়শ প্রতিকূল বাণিজ্য শর্তের সম্মুখীন হয়। তাছাড়া বিদেশি সাহায্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা–বাণিজ্যের ওপর বিদেশিদের প্রভাব স্বয়ংক্রিয় উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে। তাই বাংলাদেশ প্রতিকূল বাণিজ্য শর্তের সম্মুখীন হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ উন্নত দেশের উদ্যোক্তা ও দৰ প্রশাসনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৩ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ

মতি মিয়ার পরিবার বেশ বড়। ২ ছেলে, ২ মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে তার পরিবার। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালানো, পরিবারের ভরণপোষণ ও কৃষি কাজের জন্য সামান্য সঞ্চয়ের উদ্দেশে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। কিন্তু তার সঞ্চয় কম বলে কৃষিকাজে বিনিয়োগও কম। ফলে এখানে উৎপাদনও কম হয়। এজন্য অভাব তার নিত্যসঙ্গী। তাই বলা যায়, তার পরিবার 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে' আবদ্ধ।

ক. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণাটির প্রবক্তা কে? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কী তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মতি মিয়াদের মতো পরিবারের কারণেই বাংলাদেশে 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বিদ্যমান'– এ কথার যথার্থতা যাচাই কর। ৩

ঘ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কীভাবে বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্ট করছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক রাগনার নার্কস দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণাটির প্রবক্তা।

খ একটি দরিদ্র দেশে পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এমন কিছু শক্তির চক্রাকারে আবর্তনের দরুন দারিদ্র্য কীভাবে স্থায়ী হয় তা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণাটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। একটি দরিদ্র দেশে উৎপাদন কম হয় বলে আয় কম হয়। এজন্য চাহিদা কম হয় যার ফলে বিনিয়োগও কম হয়। আর বিনিয়োগ কম হয় বলে মূলধন কমে। যা আবার উৎপাদন হ্রাস করে। ফলে আয় কমে। এভাবে কিছু শক্তির চক্রাকার আবর্তনের কারণে দারিদ্র্য স্থায়ী হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ দারিদ্র্যচক্রটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ আলোচনা কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২৪ [জাতীয় আয় গণনা পদ্ধতি ও বেকারত্বের প্রকৃতি]

হাবিব সাহেব বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার প্রতিষ্ঠান প্রতি বছরই দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করে। এজন্য তারা অস্থায়ী ভিত্তিতে কিছু কর্মী নিয়োগ করেন। হাবিব সাহেব প্রতি বছর এসব কর্মীকে প্রশিৰণ দিয়ে থাকেন। প্রশিৰণ চলাকালে কর্মশালায় একজন কর্মী হাবিব সাহেবের কাছে জানতে চায় যে, এ কাজের জন্য প্রতি বছর কেন অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়? উত্তরে হাবিব সাহেব বলেন, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অনেক বেকার কর্মী পাওয়া যায় বিধায় এদেরকে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয় না। [অধ্যায় : ৬ষ্ঠ ও ৯ম]

ক. সংগঠন কাকে বলে? ১

খ. সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী কী? ২

গ. হাবিব সাহেব তার প্রশিৰণে কয় ধরনের পদ্ধতি উল্লেখ করেন। নিজ ভাষায় বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের কৃষিৰেত্রেও কি কেবল হাবিব সাহেবের প্রতিষ্ঠানের মতো বেকারত্ব রয়েছে? মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন ৰেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে।

খ সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালিত ব্যাংককে সমবায় ব্যাংক বলে। পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করাই সমবায় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। সরকার ও দেশের সমবায়ীর সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহে এবং নির্মাণশিল্পে এ ব্যাংক অর্থায়ন করে। এ ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংকের যুবক এবং মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে।

গ হাবিব সাহেব বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিৰণ দেন। সুতরাং তিনি জাতীয় আয় পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করবেন। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. **উৎপাদন পদ্ধতি :** উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় পরিমাপ করতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে উৎপাদিত সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য এবং সেবা সামগ্রীর আর্থিক মূল্যকে ধরা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মোট ১৫টি খাতে বিভক্ত করা হয়। এই ১৫টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদ নির্ধারণ করা হয়।

২. **আয় পদ্ধতি :** আয় পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদন কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানগুলো এক বছরে যে অর্থ উপার্জন করে, তার সামষ্টিক পরিমাপ থেকে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। উৎপাদন ৰেত্রে ব্যবহৃত মৌলিক উপকরণ– ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এদের প্রাপ্ত আয় যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা। অতএব, জাতীয় আয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

৩. **ব্যয় পদ্ধতি :** ব্যায় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সকলপ্রকার ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তিগত খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নিট রপ্তানিকে বুঝায়।

উপরের তিনটি থেকে যেকোনো একটি পদ্ধতিতে দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়।

ঘ বাংলাদেশের কৃষিৰেত্রে হাবিব সাহেবের প্রতিষ্ঠানের মতো কেবল মৌসুমি বেকারত্ব নয় বরং ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বিদ্যমান। উদ্দীপকে হাবিব সাহেবের প্রতিষ্ঠান জাতীয় আয় পরিমাপের সময় অস্থায়ী ভিত্তিতে কিছু কর্মী নিয়োগ করে। বছরের অন্য সময় তারা বেকার থাকে। যা মৌসুমি বেকারত্ব নির্দেশ করে। বাংলাদেশের কৃষিৰেত্রে প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে এ ধরনের বেকারত্ব হয়। যেমন : ফসল বপন ও কর্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গ্রামীণ শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক বা গ্রামীণ শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় সে

সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলে। এছাড়াও এদেশে কৃষিৰেত্রে রয়েছে ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। কৃষিখাতে আপাত দৃষ্টিতে অনেক লোক কাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য বিশিষ্ট লোককে প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলে। ধরা যাক, একজন কৃষকের দুই বিঘা জমি আছে। এখন যদি তার দুই ছেলে বাবার সঙ্গে ঐ জমিতেই চাষের কাজে নিযুক্ত হয় তাহলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে তিনজন লোক কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এৰেত্রে দুইজন শ্রমিককে প্রচ্ছন্ন বেকার বলে অভিহিত করা হয়। তাহলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব হলো সেই ধরনের এক অবস্থা যেখানে শ্রমিকটি আপাত দৃষ্টিতে কাজ করছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। পরিশেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, হাবিব সাহেবের প্রতিষ্ঠানের মতো মৌসুমি বেকারত্ব ছাড়াও এদেশের কৃষিৰেত্রে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব লৰ করা যায়।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ আশা কত সাল থেকে কাজ করছে?
উত্তর : আশা ১৯৯২ সাল থেকে কাজ করছে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী?
উত্তর : অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তনের সমষ্টি।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ব্যুরো বাংলাদেশ কতটি জেলায় কাজ করে।
উত্তর : ব্যুরো বাংলাদেশ ৪২টি জেলায় কাজ করে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ভিজিডি কী?
উত্তর : ভিজিডি হলো মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ এসএসএস–এর পূর্ণরূ প কী?
উত্তর : এসএসএস–এর পূর্ণরূ প হলো সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিসেস।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ প্রশিকা প্রাথমিকভাবে কয়টি জেলায় কাজ শুরব করে?
উত্তর : প্রশিকা প্রাথমিকভাবে ২টি জেলায় কাজ শুরব করে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ BRAC–এর পূর্ণরূ প কী?
উত্তর : BRAC–এর পূর্ণরূ প Bangladesh Rural Advancement committee

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ২০১০ বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার কত ছিল?
উত্তর : ২০১০ বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১.৫%।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ দারিদ্র্য দূরীকরণের সবচেয়ে ভালো উপায় কী?
উত্তর : দারিদ্র্য দূরীকরণের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত কোনটি?
উত্তর : অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হলো মূলধন গঠন।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ একটি দেশে দক্ষ জনশক্তি কীভাবে তৈরি হয়?
উত্তর : উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত কোনটি?
উত্তর : দক্ষ প্রশাসন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ মানবসম্পদ উন্নয়ন কাকে বলে?
উত্তর : উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়ের হার কত?
উত্তর : কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়ের হার ৯২%।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দেশ বলা হয় কেন?
উত্তর : দারিদ্র্যের হার অনেক বেশি হওয়ায় বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দেশ বলা যায়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। বাংলাদেশ ব্যুরোর সর্বশেষ ২০১০ সালের সীমানা অনুযায়ী বাংলাদেশের দারিদ্র্য দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশ যা ২০০৫ সালে ৪০ শতাংশ ছিল। জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ দরিদ্র হওয়ায় বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দেশ বলা যায়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ প্রযুক্তি ও দৰ জনগোষ্ঠীর অভাবে অনুন্নত দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারে না কেন?
উত্তর : প্রযুক্তি ও দৰ জনগোষ্ঠীর অভাবে অনুন্নত দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারে না। অনেক অনুন্নত দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। কিন্তু এসব দেশে শিৰাব্যবস্থা অনুন্নত। প্রযুক্তি গঠনের অভাবে দৰ মানবসম্পদ সৃষ্টি হয় না। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর মতো প্রেৰাপট তৈরি হয় না তাই অনুন্নত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃতই থেকে যায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিৰা গুরবত্বপূর্ণ কেন?
উত্তর : মানবসম্পদের উন্নয়ন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য শিৰা গুরবত্বপূর্ণ। শিৰা একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ ঘটায়। ফলে একজন ব্যক্তির দৰতা ও কর্মৰমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। এতে দেশের মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য উপাদান। তাই শিৰা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খুবই গুরবত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ নারী ৰমতায়ন কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে?
উত্তর : নারীর ৰমতায়ন মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যাকে পূর্ণরূ পে কাজে লাগানো জরবরি। একটি দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হয় নারী তাই এ নারীকে ঘরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব।

নারীর ৰমতায়ন হলে তারা শিৰা ও প্রশিৰণের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত হতে পারে। জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে। এভাবে নারীর ৰমতায়ন জাতীয় উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ফসল বহির্ভূত চাষাবাদ কীভাবে বেকারত্ব দূর করে?

উত্তর : সারা বছর কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ফসল বহির্ভূত চাষাবাদ বেকারত্ব দূর করে। বাংলাদেশের কৃষিজীবী মানুষ বছরের অধিকাংশ সময় ছদ্মবেশি মৌসুমী বেকার থাকে। এসময় তারা ফসল বহির্ভূত চাষাবাদ যেমন মাছ চাষ, মৎস্য চাষ ইত্যাদি করলে তাদের সাময়িক বেকারত্ব দূর হয়। এমনকি স্থায়ী বেকারও এর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে এভাবে ফসল বহির্ভূত চাষাবাদ বেকারত্ব দূর করে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ বাংলাদেশের উদ্যোক্তার অভাব দেখা দেয় কেন?

উত্তর : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশে উদ্যোক্তার অভাব দেখা দেয়। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতাপূর্ণ দেশে বিনিয়োগ করলে ৰতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশ ও বিনিয়োগ স্বনির্ভর পদৰেপ নেই। তাইতো উদ্যোক্তার অভাব পরিলৰিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বিরাজমান থাকলে উন্নয়নের গতি মন্থর হয় কেন?

উত্তর : উৎপাদন কম হয় বলে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বিরাজমান থাকলে উন্নয়নের গতি মন্থর হয়। যেসব দেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বিদ্যমান সেখানে জনগণের আয় কম হয়। আর আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হওয়ায় মূলধন গঠন ও বিনিয়োগও কম হয়। ফলে সার্বিকভাবে উৎপাদন কম হয়। আর এজন্য উৎপাদনের গতিও থেমে যায়।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয় কেন?

উত্তর : রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি করায় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এজন্য কম দামে কাঁচামাল রপ্তানি করে। কিন্তু শিল্প ৰেত্রে পিছিয়ে থাকায় তারা শিল্পজাত পণ্য উচ্চদামে আমদানি করে। ফলে সহজেই এসব দেশে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ দারিদ্র্য দূরীকরণের সবচেয়ে ভালো উপায় কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : দারিদ্র্য দূরীকরণের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। খাদ্য কর্মসূচি বা আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের চাকাকে ঘুরাতে পারে। গবাদিপশু, হাঁস–মুরগি পালনের প্রশিৰণ প্রদান ও ৰুদ্র ঋণ দিয়ে সহায়তা করলে আত্মকর্মসংস্থান করে দারিদ্র্য দূর করতে পারে।